

এবার
মমতার
বিরুদ্ধে
এফআইআর!

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে বিরুদ্ধে এফআইআর। ‘বাংলা জ্বলে দিল্লিও থেমে থাকবে না’ মন্তব্যের জন্য মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিনীত জিন্দাল। দিল্লি পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। বুধবার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা ছিল। সেই সভা থেকে আরজি করের ঘটনায় দেবীর ফের ফাঁসির সাজা চান মমতা। এরপরই বিজেপিকে আক্রমণ করেন। বাংলাদেশের প্রেসস টেনে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, “কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশে। আমি ওদের ভালবাসি। ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। তবে এটা আলাদা রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। বাংলায় যদি আশুন লাগান, কোনও রাজাই থেমে থাকবে না। বাংলায় আশুন লাগালে অসম থেমে থাকবে না। উত্তর-পূর্ব, উত্তর প্রদেশ থেমে থাকবে না। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার যোরাটা আমরা টমলক করে দেব।” মমতার এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে সরব হন একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “দাদি, আপনার এত সাহস হল কীভাবে যে অসমকে হুমকি দিচ্ছেন? আমাদের রক্তচক্ষু দেখানেন না।” উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এবং বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিংহা মমতার মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। এবার মমতার বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিনীত জিন্দাল। বৃহস্পতিবার দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে একটি চিঠি লিখে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫২, ১৯২, ১৯৬ ও ৬৫৩ ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে বিনীত জিন্দাল লিখেছেন, দলের ছাত্র পরিষদের সভায় মমতা বলেছেন, বাংলা জ্বলে অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং দিল্লি জ্বলে। এটা স্পষ্ট যে এই মন্তব্য প্ররোচনামূলক এবং রাষ্ট্রবিশ্বেদী। বিভিন্ন অঞ্চলের একাধিক গ্রুপের মধ্যে হিংসা এবং ঘৃণা ছড়াতে পারে। বিনীত জিন্দাল আর লেখেন, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মানুষের উপর তাঁর প্রভাব রয়েছে। সাংবিধানিক পদে থেকেও এইরকম মন্তব্যের জেদে অশান্তি ছড়াতে পারে। অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতি ভবন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী।

মানিকের জামিন
মামলা শুনানি শেষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ চাপানউতোর চলছিলই। শেষ পর্যন্ত শেষ হল প্রাথমিক শিক্কা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের জামিনের মামলার শুনানি। দীর্ঘদিন থেকেই এই মামলা চলছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন শুনানি শেষ হলেও আপাতত রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বর মাসে হতে পারে শুনানি। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক দুর্নীতি মামলা নিয়ে এখনও রাজনৈতিক মহলে জলঝোলা হয়েই যাচ্ছে। এই মামলাতেই ২০২২ সালে মানিককে ধরেছিল হুঁড়ি। তারপর থেকে চাই প্রেসিডেন্সি জেলো যদিও মাঝে দু’বার জামিনের আবেদন করেছিলেন মানিক। যদিও তা খারিজ হয়ে যায়। সম্প্রতি ফের জামিনের আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সেই মামলা চলছিল। জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিজের জামিন রায়দানের সাক্ষাৎ করেন। শেষ হল সেই মামলারই শুনানি। সূত্রের খবর, শুনানি চলাকালীন এদিন কল্লাততে ডেডে পড়েন মানিক। যদিও শেষ পর্যন্ত জামিনের বিরোধী করে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের আইনজীবী। আদালতে হুঁড়ি জানায়, মানিকের ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাটয়ার করে জামিনের বিরোধিতা করছে তারা।

‘চেয়ারম্যান সব সুবিধা
পাবে আর জনগণ
আসবে আদালতে?’
হাইকোর্টে তোপের মুখে রাজ্য



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ বেআইনি পার্কিং মামলা নিয়ে বিরক্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। ‘ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। দেখতে হবে এই ইচ্ছেটা কোন ধরনের। অফিসিয়াল না রাজনৈতিক?’ মন্তব্য প্রধান প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। বস্তৃত, বিধান নগরের একটি বেআইনি পার্কিং নিয়ে মামলা হয়েছিল। সঞ্জীব সিনহা চৌধুরী নামে এক জনৈক ব্যক্তি মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিধাননগরে বেয়াইনি পার্কিং চলছে। যারা পার্কিং-এর টাকা নিচ্ছেন তাদের পরিচয়পত্র থাকতে হবে। সেই মামলায় মন্তব্য করতে গিয়ে বিচারপতি বলেন, “কোনও নির্দেশই সাহায্য করতে পারে না, যদি কিছু করার ইচ্ছে না থাকে।” শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার এই মামলায় পুরনো বাস চালানো নিয়েও উস্মা প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। বলেন, “যে বাসগুলি ফেলে দেওয়া উচিত সেগুলো আপনারা চালাচ্ছেন। আর সেটা শুধু ওই ড্রাইভার বা কনডাক্টর নয় যাত্রীদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। কোথায় পরিবর্তন হচ্ছে? নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন করুন। বাসের ভাড়া কেবল রিভাইস করছেন? বছর কুড়ি আগে? বাস মালিকরা খরচ বাঁচাতে কেরোসিন বা বাজে তেল ব্যবহার করেন। কবে পরিবর্তন হবে?” প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। এ দিন, প্রধান বিচারপতি তাঁর নির্দেশে উল্লেখ করেন, “পার্কিং-এর সমস্যা একটা জায়গার নয় এ রাজ্যের সব শহরে একই অবস্থা। পূর্বসভার কোনও সদিচ্ছা না থাকলে এটা সমাধান করা সম্ভব নয়। ফ্রি পার্কিং জায়গা আর নো পার্কিং এগুলো মোটিভাই করা প্রয়োজন। তবে বিজ্ঞপ্তির কোনও গুরুত্ব নেই যদি পুরসভা নিজেই সেটা না মানে।” প্রধান বিচারপতি এও বলেন, “সাধারণ মানুষের ভোগান্তি না বাড়িয়ে না করে এগুলো করা।” বিধান নগর কমিশনারকে নির্দেশ, “বেয়াইনি পার্কিং নিয়ে দ্রুত টেন্ডারের কাজ শেষ করবেন। টেন্ডার ডাকা হয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ থাকলে সেটা জানাতে পারেন।” প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, “আপনারা কাজ করুন। আপনার চেয়ারম্যান নির্বাচিত তিনি সব সুবিধা পাবেন আর জনগণ আসবেন আদালতে?”

‘আপনিই ভরসা আমাদের’,
মমতার ‘ফোঁসে’ রাজ্যপাল
বোসের দ্বারস্থ সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ বুধবার বনাধের পর বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ধরনা। এবার রাজ্যের পরিস্থিতি ও আরজি করের ঘটনা নিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হল বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, একজন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে মঞ্চ থেকে ধমকাতেন, চমকাতেন পারেন না। বর্তমানে রাজ্যপালই একমাত্র ভরসা বলে জানিয়েছেন

ফোঁস করলে আমরা তো বসে থাকব, এটা হতে পারে না। বাংলার মানুষও ছাড়বে না। আমরা চাই না, তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হোক। স্বাধীনতা ও স্বাধিকার লক্ষ্য করুন। যা যা করা প্রয়োজন, তা করুন।” বৃহস্পতিবারই দিল্লি রওনা দেন রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে ডেকেছেন বলে সূত্রের খবর। তার আগে সুকান্ত এই সাক্ষা অস্বস্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুকান্ত বলেন, “প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত এই বিষয়ে কথা বলেছেন। রাজা যা হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জামাতের প্রতিধ্বনি সুনতে পাচ্ছি। মমতা যা



তিনি। এদিন রাজভবন থেকে বেরিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, “এই প্রথম দেখলাম, সিএম মঞ্চ থেকে ধমকাচ্ছেন চমকাচ্ছেন, ডায়গল দিচ্ছেন, ফোঁস করছেন বলছেন। সাধারণ মানুষকে পরোক্ষভাবে বলছেন মারবেন। আমরা সব বলেছি।” সুকান্ত মজুমদার রাজ্যপালকে বলছেন, “আপনিই শিক্কা আমাদের। রাজ্যের মানুষ অসম আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।” রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সুকান্ত বলেন, “এই হিংসা হলে গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। উনি

বলছেন তা দেশদ্রোহিতার সামিলা।” তৃণমূল নেতা কুশাল ঘোষ বলেন, “রাজ্যপাল কি রিপোর্ট দেবেন? ওনার বিরুদ্ধেই তো নারী নির্যাতনের অভিযোগে আছে ওঁকে বরখাস্ত করা উচিত।” একই সঙ্গে সুকান্ত মজুমদারকে তেপ দেগে কুশাল বলেন, “ছাত্র সমাজের নামে আপনারদের ক্যাডাররা অরাজকতা করেছে।” উল্লেখ্য, বুধবার টিএমসিপির সভায় রামকৃষ্ণকে উদ্ধৃত করে হারোমতাবের উদ্দেশে বলেন, ‘ফোঁস’ করতে শুনুন।’

তিলোত্তমার শরীরের চাদরের রংবদলই দিল বড় ‘ক্লু’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ড অর্থাৎ তিলোত্তমা ধর্ষণ-খুনে প্রথম থেকেই অভিযোগ উঠছিল তথ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চলছে। সে বিষয়টা তিলোত্তমার বাবা-মা থেকে শুরু করে ফোন পাওয়ার পর ১২.১০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলেন বাবা-মা। কিন্তু মেয়েকে দেখতে পেয়েছিলেন দুপুর সাড়ে তিনটোয়। প্রশ্ন হল, তাহলে মায়ের সময়ে চাদর কি কেউ বদলে দিল? তিলোত্তমার বাবা বলছেন, “তখন আমার মেয়ে বেড়ের ওপর শুয়ে ছিল। পা দুটো ছড়ানো ছিল। কিন্তু সবুজ চাদর ছিল। (আমাদের বদলেছে বারবার। অন্ততপক্ষে তিলোত্তমার বাবা-মায়ের দেওয়া বয়ান ও জুনিয়ার চিকিৎসকদের দেওয়া বয়ানে চাদরের রঙে পার্থক্য রয়েছে।) আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তারদের বয়ান অনুযায়ী, নীল রঙের ম্যাট্রেসের ওপর ছিল তিলোত্তমার শরীরে ছিল নীল রঙের চাদর। সেমিনার রুম অর্থাৎ প্রেস অফ অকার্পেসের একটি ছবি পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসে।

সেখানেও দেখা যায় নীল রঙের চাদর। কিন্তু যখন বাবা-মা তাদের মেয়ের দেহ দেখতে পান, বদলে গিয়েছিল চাদরের রঙ! বাবা-মায়ের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী, চাদরের রঙ ছিল সবুজ। হাসপাতাল থেকে ফোন পাওয়ার পর ১২.১০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলেন বাবা-মা। কিন্তু মেয়েকে দেখতে পেয়েছিলেন দুপুর সাড়ে তিনটোয়। প্রশ্ন হল, তাহলে মায়ের সময়ে চাদর কি কেউ বদলে দিল? তিলোত্তমার বাবা বলছেন, “তখন আমার মেয়ে বেড়ের ওপর শুয়ে ছিল। পা দুটো ছড়ানো ছিল। কিন্তু সবুজ চাদর ছিল। (আমাদের বদলেছে বারবার। অন্ততপক্ষে তিলোত্তমার বাবা-মায়ের দেওয়া বয়ান ও জুনিয়ার চিকিৎসকদের দেওয়া বয়ানে চাদরের রঙে পার্থক্য রয়েছে।) আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তারদের বয়ান অনুযায়ী, নীল রঙের ম্যাট্রেসের ওপর ছিল তিলোত্তমার শরীরে ছিল নীল রঙের চাদর। সেমিনার রুম অর্থাৎ প্রেস অফ অকার্পেসের একটি ছবি পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসে।

আমার কথার অপব্যখ্যা করা হচ্ছে
ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন করি, হুঁশিয়ারি দিইনি মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ বুধবার ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। মেয়ো রোডে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, “আমি অশান্তি চাই না। কিন্তু কুৎসা, অপপ্রচার এবং চক্রান্ত করে যে আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে, তাকে আপনি কামড়াবেন না চিকি। কিন্তু ফোঁস তো করতে পারেন।” শুধু তা নয়, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের কাজে ফেরার জন্য যে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এর পর পরই বিরোধীরা অভিযোগ করে, এই মন্তব্য উস্কানিমূলক। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, তবে কি আন্দোলনকারীদেরও হুঁশিয়ারি করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর কথার অপব্যখ্যা করা হয়েছে। ‘মিথ্যা’ প্রচার হচ্ছে’ বলে নিজের এক্স হ্যাণ্ডলে খোলসা করে মমতা জানানেন, কখনও তিনি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। বিজেপির বিরুদ্ধে বলেছেন। সংবাদমাধ্যমের একাংশকে দুয়ে নিজের এক্স হ্যাণ্ডলে মমতা লিখলেন, ‘আমি কিছু সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন (টিভি চ্যানেল) এবং

ডিজিটাল মিডিয়াতে একটি নোংরা, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার দেখতে পাচ্ছি। গত কাল আমাদের ছাত্রদের কর্মসূচিতে যে কথাগুলো

বা তাঁদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। আমি তাঁদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তাঁদের আন্দোলন ন্যায্য।



বলেছিলাম, সে প্রসঙ্গেই রিপোর্টগুলি প্রকাশ করা হয়েছে।’ নিজের বক্তৃতার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘আমি খুবই স্পষ্ট ভাবে বলতে চাই যে, পড়ুয়াদের (ডাক্তারি ইত্যাদি)

আমি কখনওই তাঁদের হুমকি দিইনি। কিন্তু কিছু মানুষ আমাকে অভিযুক্ত করছেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।’ তাঁর ব্যাখ্যা, বক্তৃতায় যে বাক্যাংশটি তিনি ব্যবহার

করেছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের একটি উদ্ধৃতি। তাঁর সাফ কথা ‘আমি বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলেছি। আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি কারণ, কেন্দ্রের সরকারের মপতে তারা আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রকে আঘাত করার এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের সমর্থনে তারা অনাচার তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাই আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার আগোজ তুলেছি।’ বুধবারের ওই সভা থেকে তৃণমূল নেত্রী মনে করিয়ে দেন , ‘জুনিয়ার ডাক্তারেরা যখন দেশ জুড়ে আন্দোলন করছিলেন, আমরা কিন্তু কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিইনি। কারণ আমি মনে করেছিলাম ওঁদের আন্দোলনটা সঙ্গত। ওঁরা ওঁদের বন্ধুর বিচার চাইছেন। কিন্তু দিল্লিতে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে দিয়েছিল।’ আন্দোলনরত ডাক্তারদের প্রতি মমতা আর্জি জানান, আস্তে আস্তে যেন তাঁরা কাজে ফেরেন। তাঁর আশ্বাস, ‘আমি আপনারদের কথা দিচ্ছি, আপনারা আন্দোলন করেছেন, কিন্তু আমরা কোনও ব্যবস্থা নিইনি। কোনও ব্যবস্থা নেব না। কিন্তু এ বার আস্তে আস্তে কাজে যোগদান করুন। আমি কোনও পদক্ষেপ করতে চাই না।’

একদিকে তথ্যপ্রমাণ বিপন্ন, অন্যদিকে ফাঁসির
দাবি করছেন, চালাকি ধরা পড়ে গেছে অধীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়ার মৃত্যু ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী উপপূর্ণির অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার কলকাতা শহরে মিছিল করল কংগ্রেস। তার নেতৃত্ব দিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অধীর চৌধুরী। জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের

চাইছেন। কিন্তু তা বললে চলবে কেন? হাইকোর্ট যখন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল, তখন উনি হলফনামা পেশ করে বলতেই পারতেন রাজ্য সরকারকে আরও দশ দিন সুযোগ দেওয়া হোক।” অধীরের অভিযোগ, আরজি কর হাসপাতালে তথ্য প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে। তার পর এখন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন,

হয়েছে। সেই আইন মোতাবেক নির্ভর্য কাণ্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসিও হয়েছে। প্রশ্ন হল, কামদুর্নি কাণ্ডের পর কেন নতুন আইনের কথা বলা হয়নি? ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এদিন অধীর চৌধুরী আরও বলেছেন, “আরজি কর ইস্যুতে জনতা যেভাবে পথে নেমেছে তাতে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আন্দোলনে জনতা ভয় পেয়েছে মমতা। তাই কখনও ভয় দেখিয়ে কখনও মিথ্যে উনি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।” এদিন মুখ্যমন্ত্রীর তরফে দাবি করা হয়েছে, বুধবার টিএমসিপির অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধীরের প্রতিক্রিয়া, “উনি বুধবার আন্দোলনকারীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। মানুষ ভয় পাচ্ছে না, হিতে বিপরীত হবে, তাই এখন উনি পাল্টা খাচ্ছেন। কালকের ভিডিও বাজারে আছে, আলকের ভিডিও বাজারে আছে। মানুষ দেখে নিক। ওনাকে মিথ্যারী উপাধি দেওয়া উচিত।” এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। অধীরের পাশাপাশি মিছিলে ছিলেন দলের বামেরা একমাত্র সাংসদ দীপা খান চৌধুরী এবং কয়েকজন শীর্ষ নেতা। এদিন আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা ছিলেন অধীর। মাথাতেও ছিল কালো পাগড়ি।

আবারও বড় ঘোষণা সিভিক
ভলান্টিয়ারদের জন্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ অ্যাড-হক বোনাসের পর এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের অবসরকালীন ভাতা বাড়ানো হল। ৬ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে তা ৫ লক্ষ টাকা করা হল। ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করলে এই টাকা পাবেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। এর আগুতায় পড়বেন ভিলেজ পুলিশও। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশের আগুতায় পড়েন সিভিক ভলান্টিয়াররা। কিছুদিন আগেই অ্যাড-হক বোনাস বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৩

একজনকে প্রেরণার করা হয়েছে। সিবিআইয়ের হাতে রয়েছেন তিনি। ধৃত পেশায় একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। এই ঘটনা ঘিরে তোলপাড় চলছে। এই অবশেষে পুজোর আগে বড় উপহার সিভিক ভলান্টিয়ারদের। প্রথমে অ্যাড-হক বোনাস, আর এবার অবসরকালীন ভাতা বাড়ল। ঘটনাক্রমে আরজি কর কাণ্ডে যে অভিযুক্ত প্রেরণার হয়েছে সে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। তা ছাড়া এক শ্রেণির সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন প্রমাণ অভিযোগ উঠেছে। তারা শাসক দলের ক্যাডারের মতো কাজ করে বলেও অভিযোগ রয়েছে।



শতাংশ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। আগে ৫ হাজার ৩০০ টাকা অ্যাড-হক বোনাস পেতেন সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশার। দুর্গাপুজোর আগে সেই বোনাস নেড়ে হয় ৬ হাজার টাকা। এবার অবসরকালীন ভাতা আরও ২ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হল। আরজি করকাণ্ডে এখনও অবধি

তবে নবাব সূত্রের মধ্যে, কিছু সিভিক ভলান্টিয়ারের অনিয়মের জন্য সবাইকে দায়ী করা ঠিক নয়। অনেক সিভিক ভলান্টিয়ার রয়েছেন যারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। তাছাড়া তাঁদের যথাযথ পুজো বোনাস ও অবসরকালীন সুবিধাও প্রাপ্য। সুতরাং এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাখ্যা আনা ঠিক হবে না।

কলকাতাবাসীর জন্য সুখবর! গঙ্গার নিচে মেট্রো পরিষেবায় হতে চলেছে বড় বদল



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ গঙ্গার নিচে মেট্রো পেয়েছে কলকাতা। কয়েক মাস আগে যা

কথা শোনাচ্ছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এবার রবিবারও চলবে হাওড়া ময়দান-এসপ্লানেড মেট্রো পরিষেবা। এদিন বিবৃতি দিয়ে সে কথা জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। গঙ্গার নিচ দিয়ে মেট্রো পরিষেবা এতদিন পর্যন্ত সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত থাকতো। এবার থেকে রবিবারেও গঙ্গার নিচে মেট্রো পরিষেবা চালু

থাকছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে গঙ্গার নিচে মেট্রো পরিষেবা রবিবারেও চালু থাকবে বলে মেট্রো পরিষেবা। এদিন বিবৃতি দিয়ে সে কথা জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। গঙ্গার নিচ দিয়ে মেট্রো পরিষেবা এতদিন পর্যন্ত সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত থাকতো। এবার থেকে রবিবারেও গঙ্গার নিচে মেট্রো পরিষেবা চালু

মাঠ। এই সেকশনে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত মেট্রো চালাতাম। এবার থেকে রবিবারও মেট্রো চলবে। তবে টাইমে একটু বদল আছে। দুপুর ২টো ১৫ থেকে ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকেই এটা চালু হয়ে যাবে। তাই বন্ধ-বান্ধবদের জানিয়ে দিন প্রতি রবিবারই পাওয়া যাবে পরিষেবা। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর চলবে মেট্রো।’



ডায়ারের ওপর রয়েছে। নিশ্চয়ই আমার মেয়ের দেহ কেউ সরিয়েছে।” তিলোত্তমার বাবা আরও বলেন, “পুলিশের ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় (আইপিএস) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়) কিছু জানেন না, ওখানে ছিলেন না, তাহলে জোরের সঙ্গে কীভাবে সত্যি কথা বলছেন? টোটালি মিথ্যা কথা বলছেন। সব পুলিশের কাজ। কোনও ঘেরা ছিল না। এটা আমি সাড়ে তিনটোর সময়ের কথা বলছি। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় যেটা কথা বলছেন, সব কটা মিথ্যা।” এক্ষেত্রে

উল্লেখ্য, ডিসি স্ট্রোল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় প্রেস অফ অকার্পেসের বর্ণনা দিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বেশ কিছু তথ্য খাড়া করেছিলেন। সেখানে সেমিনার রুম চত্বরে বহিরাগতদের ভিড়ের ছবিও দেখিয়েছেন পুলিশ কর্তা। তাঁর বক্তব্য প্রসঙ্গে তিলোত্তমার মা বলেন, “দশটা সাড়ে দশটার সময়ে ভিডিওতে যে লোকদের দেখা গিয়েছে, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বলেছেন বাড়ির লোক ছিল। আমরা তো তখন পৌঁছয়নি। আমরা ১২.১০-এ

পৌঁছেছি। আমি পুলিশের পায় পড়ে কঁদেছি, মেয়েকে দেখতে দিন। আমি বলেছিলাম, আমি ছেঁব না, কিছু করব না। আমার মেয়ের মুখটা দেখতে দেয়নি।” তিলোত্তমার বাবা বলেন, “ওরা তখন দরজা বন্ধ করে ভিতরে কিছু একটা করছিল আরকী, প্রমাণ লোপাট করছিল। চাদরের রঙ বদলানো কীভাবে? পুলিশ আর কলেজ কর্তৃপক্ষ কি প্রথম থেকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল?” চাদরের রঙ নীল থেকে সবুজ হল কীভাবে? তথ্য প্রমাণ লোপাট? প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাস বলেন, “এই তদন্তের একটা চুল, সূঁচ, দেখা যায় না এমন জিনিসও যদি পরিবর্তন হয়, তাহলেই ধরে নেওয়া যায় তথ্য প্রমাণ লুকানোর চেষ্টা হয়েছে। সলিটরের জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, আমার পক্ষে তদন্ত করা মুশকিল। সিন অফ ক্রাইম পরিবর্তন করে হয়েছে। নীল চাদর সবুজ হয়েছে। মানে পরিবর্তন হয়েছে। এটা বড় অপরাধ। এটা প্রমাণ করে যদি আদালতে নিয়ে

যাওয়া হয়, বড় শাস্তি হবে। একটা ঘরে কঁদেছি, মেয়েকে দেখতে দিন। আমি বলেছিলাম, আমি ছেঁব না, কিছু করব না। আমার মেয়ের মুখটা দেখতে দেয়নি।” তিলোত্তমার বাবা বলেন, “ওরা তখন দরজা বন্ধ করে ভিতরে কিছু একটা করছিল আরকী, প্রমাণ লোপাট করছিল। চাদরের রঙ বদলানো কীভাবে? পুলিশ আর কলেজ কর্তৃপক্ষ কি প্রথম থেকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল?” চাদরের রঙ নীল থেকে সবুজ হল কীভাবে? তথ্য প্রমাণ লোপাট? প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাস বলেন, “এই তদন্তের একটা চুল, সূঁচ, দেখা যায় না এমন জিনিসও যদি পরিবর্তন হয়, তাহলেই ধরে নেওয়া যায় তথ্য প্রমাণ লুকানোর চেষ্টা হয়েছে। সলিটরের জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, আমার পক্ষে তদন্ত করা মুশকিল। সিন অফ ক্রাইম পরিবর্তন করে হয়েছে। নীল চাদর সবুজ হয়েছে। মানে পরিবর্তন হয়েছে। এটা বড় অপরাধ। এটা প্রমাণ করে যদি আদালতে নিয়ে

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ধরিত্রীকে নিরাপদ রাখতে হবেঃশিবরাজ সিং চৌহান



নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট :দেশজুড়ে চলছে ‘এক পেড মা কে নাম’ অভিযান, এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকালে চারাগাছ রোপণ করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। একইসঙ্গে তিনি আদ্যান জানালেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ধরিত্রীকে নিরাপদ রাখতে হবে আমাদের। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এদিন বলেছেন, কিশাণ কেন্দ্রে কৃষি বিভাগের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের সমস্ত দফতরে, আমাদের বিভাগের কর্মীরা গাছ লাগাচ্ছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের এই পৃথিবীকে নিরাপদ রাখতে হবে। এটা প্রধানমন্ত্রীর খুব ভালো উদ্যোগ।

কাশ্মীরে দু’টি এনকাউন্টারে ৩ জঙ্গির মৃত্যুর সম্ভাবনা, অনুপ্রবেশের চেষ্টাও বানচাল হয়েছে

শ্রীনগর, ২৯ আগস্ট : উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় পৃথক দু’টি এনকাউন্টারে বড়সড় সাফল্য পেল সুক্ষ্মা বাহিনী। দুই এনকাউন্টারের অন্তত ৩ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর চিনার কর্পস বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ২৮-২৯ মধ্যারতে কুপওয়ারার মাছাল এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও জন্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। খরাপ আবহাওয়ার মধ্যেই সমবেহজনক গতিবিধি নজরে আসে। সমবেহজনক গতিবিধি দেখতে পাওয়া মাত্রই সুক্ষ্মা বাহিনী গুলি চালায়। এই এনকাউন্টারে দুই জঙ্গির সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে।এছাড়াও উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার তাণ্ডধার এলাকাত্তেও অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও জন্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সেখানেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল সন্ত্রাসবাদীরা। এখানে একাউন্টারে সম্ভবত এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও অভিযান জারি রয়েছে।

কলকাতা টার্মিনালে জল, বিদ্যু চক্রবেলের পরিষেবা

কলকাতা, ২৯ আগস্ট : একটানা বৃষ্টি ও গঙ্গায় জোয়ার এক জোড়া সার্ভিস আক্রমণে কলকাতা টার্মিনাল জলমগ্ন। রেললাইন ঢাকা পড়েছে জলের তলায়। এর উপর নাকিশি ব্যবস্থা ভালো নয় কলকাতা পুরসভার। ফলে জল নামছে না। চটজলদি এর রেহাই নেই। পূর্ব রেল কর্তৃ পক্ষ জানিয়েছে, মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটছে। দূরপাল্লার পাশাপাশি শহরভিত্তির ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে চক্ররেল পরিষেবায় প্রভাব পড়েছে।কলকাতাসংযোগ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়বাজার ও বিবাদ বাগ স্টেশনের মাঝে হাওড়া ব্রিজ তথা রবীন্দ্র সেতুর নিচে মল্লিক্কাটী ফুলবাজার সড়ক এলাকায় জল রুয়েছে ট্রাকে। সেই সঙ্গে বিধাননগর ও দক্ষিণ দাঁড়ি এলাকায় যথাক্রমে ব্রিজ নং ২০ এবং ১৬-এ কাছে রেললাইনের ট্রাক জলের নিচে রয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি পুকুর। জলের স্তর লাইনের সমান। এর মাঝেই কেটপুর খালের জল উপড়ে ঢুকে পড়েছে। সর্বেপরি র গঙ্গার জোয়ারের জলে বাড়ছে বিপদ। বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম রেল পরিষেবা।

মৈনপুরীতে ছাদ ভেঙে মৃত্যু ৩ মহিলার

মৈনপুরী, ২৯ আগস্ট :উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী জেলায় দোতলা একটি বাড়ির ছাদ ভেঙে প্রাণ হারালেন ৩ জন। মৃতরা ৩ জন মহিলা ও একই পরিবারের সদস্য। বৃহস্পতিবার মমন্তিক ঘটনটি ঘটেছে মৈনপুরী জেলার ইরানিমপুর গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল ওই বাড়িটি।

অন্য প্রয়াস, সুপ্রিম কোর্টে শিশুরক্ষণীর উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট : সুপ্রিম কোর্টে শিশুরক্ষণীর উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।

বৃহস্পতিবার সকালে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে এই শিশুরক্ষণীর উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। মহিলা আইনজীবীদের উৎসাহিত করতে এটি একটি প্রয়াস বলে জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, আমাদের এখানে প্রচুর সংখ্যক তরুণ আইনজীবী আছেন, যারা প্রতিদিন কাজ করতে আসেন। আমাদের প্রায়



২৫০০ সদস্য আছেন। আগের ক্রেচাটি (শিশুরক্ষণী) প্রায় ১৯৮ স্কোয়ার মিটার ছিল। এই ক্রেচ ৪৫০

স্কোয়ার মিটার। এটি আইনজীবী এবং কর্মীদের প্রায় ১০০ সন্তানের থাকার ব্যবস্থা করতে পারে। ধারণাটি হল

সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে ইকুাইটি মূলধন গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি (পিআইবি),**২৯ আগস্ট**ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরাহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ শক্তি মন্ত্রকের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এই

প্রস্তাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে ইকুাইটি মূলধন গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। প্রস্তাব অনুসারে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি যৌথ উদ্যোগ গঠন করবে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩১-৩২ অর্থবর্ষের জন্য এই প্রকল্প বাবনে মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৪ হাজার



৬৭ বছর বয়সেই চিরদিনের জন্য বাঁ চোখের দৃষ্টি হারাতে বসেছেন তিনি।সূত্রের খবর, আঘাত এতাইই গুরুতর যে বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন ওই পুলিশকর্মী। জানা গিয়েছে, আধলা ইটের

বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন চম্পই সোরেন, সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের অঙ্গীকার

রাঁচি, ২৯ আগস্ট : শুক্রবার ৬০ আগস্ট বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রাক্তন নেতা চম্পই সোরেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের অঙ্গীকার করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চম্পই সোরেন বলেছেন, আমি অনেক আলোচনার পর সেই দলে (বিজেপি) যোগ দিতে যাচ্ছি। সেখান থেকে আমি আধিদাসীলের অস্তিত্ব রক্ষা করব। তাঁদের জনসংখ্যা কমছে, আমি সেই বিষয়ে আমার কণ্ঠস্বর তুলব। আমি বিজেপিতে যোগ দেব। আগামীকালের পরে আমাকে যে সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হবে তা আমি



কাঁখে নেবাউল্লেখ্য, ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সমস্ত পদ এবং হেমন্ত সোরেনস সরকারের মন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন। জেএমএম সভাপতি শিবু সোরেনকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, দলের কাজের ধরন এবং নীতি তাঁকে দল ছাড়তে বাধ্য করেছে। হেমন্ত সোরেন সরকারের জলসম্পদ, উচ্চ শিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

ভূমিকম্পে কাঁপল আফগানিস্তান, তীব্রতা ৫.৭

কাবুল ও শ্রীনগর, ২৯ আগস্ট : শক্তিশালী ভীতনার ভূমিকম্পে কৈপে উঠলো আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল

৫.৭। আফগানিস্তানে অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের রেশ ঘেঁষে গিয়েছে কাশ্মীরেও। আফগানিস্তানে ৫.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের ভগবাননগরে কংগ্রেস ও বিজেপি মিলে

কৈলাসহর (ত্রিপুরা), ২৯ আগস্ট : অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কংগ্রেস এবং বিজেপি মিলে পঞ্চায়েত গঠন করল। ঘটনা- এককোটি জেলার কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এগার আসন বিশিষ্ট ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সদ্য সমাপ্ত ত্রি্ত্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি.পি.আই.এম দলের পাঁচজন সদস্য এবং কংগ্রেস দলের তিনজন সদস্য এবং বিজেপি দলের তিনজন সদস্য সভা ভেঙে জয়লাভ করেছিল। ভোটের পূর্বে গৌরনগর ব্লকের অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম এই দুই দলের মধ্যে জোট হয়ে একসাথে মিলেমিশে ভাগাভাগি করে প্রার্থী দিলেও

২৮,৬০২ কোটি টাকার ১২টি শিল্প শহর

নয়াদিল্লি (পিআইবি),**২৯ আগস্ট**ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌরাহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সত্রকূড় কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্তের সুবাদে ভারত খুব শ্রীঘ্রই শিল্পায়িত স্মার্ট সিটির একটি উজ্জ্বল রূপহারাে সজ্জিত হয়ে উঠবে। জাতীয় শিল্প করিডর বিকাশ কর্মসূচির আওতায় মোট ২৮,৬০২ কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে তোলা হবে ১২টি

শিল্পায়িত শহর। ১০টি রাজ্যে ৬টি বড় করিডরের আশপাশে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। নির্বাচিত শহরগুলির মধ্যে রয়েছে- উত্তরাখণ্ডের খুরগিয়া, পাঞ্জাবের রাজপুরাপাতিয়ালা, মহারাষ্ট্রের দীঘি, কেরালার পালাক্কাড, উত্তরপ্রদেশের আত্রা ও প্রয়াগনগর, বিহারের গয়া, তেলেঙ্গনার জাহিরাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশের ওরভাকাল এবং কোর্নার্থি এবং

একটি নিরাপদ, খুব আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করা। আমাদের কাছে খেলার জায়গা, খাওয়ানোর জায়গা, ঘুমানোর জায়গা এবং ছোট বাচ্চাদের জন্য একটি খাবারের জয়গা রয়েছে। এটি হল আরও বেশি মহিলা আইনজীবীকে তাদের সন্তানদের নিরাপত্তার বিষয়ে কৌনও অনিশ্চয়তা ছাড়াই আইনি পেশায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা। আমি আশা করি অন্যান্য সংস্থাগুলি আমাদের কাছ থেকে এই সুবিধাগুলি গ্রহণ করবে এবং এই সুবিধাগুলি তৈরি করবে, বরঞ্চ এটি এমন একটি উপায় যা আমরা আরও বেশি নারীকে আসতে উৎসাহিত করতে পারি।

ইকুাইটি মূলধনের অনুপাত বজায় রাখা হবে। এই কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা কেবলমাত্র লাভজনক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেই দেওয়া হবে। প্রকল্পকে লাভজনক করতে রাজ্য সরকারগুলিকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বর্জন করতে হবে এবং অথবা কেন্দ্রীয় পণ্য পরিষেবা কর পূরণ করতে হবে। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার গুলির অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে এবং এর ঝুঁকি ও দায়িত্বগুলি সাম্যের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। জমি অধিগ্রহণ, স্থানীয় মানুষজনের পূনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মতো বিষয়গুলি রাজ্য সরকার

দেখবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, এই প্রকল্প তার সম্ভাবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর সুবাদে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক বিনিয়োগ আসবে এবং স্থানীয় মানুষজন বিপুল মাত্রায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। পরিবহণ, পর্যটন, ছোট মাপের ব্যবসা প্রভৃতিও বাড়বে। ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্ন বীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের যে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, তা পূরণের ক্ষে ত্রেও এই প্রকল্পগুলি সহায়ক হবে।

উ লটে আন্দোলনকারীদের সর্বকরম সুবিধা করে দেওয়ায় প্রয়াস করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে। আন্দোলনকারীদের ইচ্ছাকৃত হিংসার ফলে দেবাবশীষ হয়তো হারাতে বসেছেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি। তবে তিনি বা আমাদের অন্যান্য সহকর্মী কোনরকম করুণা বা সহানুভূতি চান না কারুর কাছে। আমরা জানি, এ আমাদের কাজেরই অঙ্গ। এই পোস্টের সুদেষ্ণা, মানুষের বোধশক্তি জাগিয়ে তোলা, যাতে বিরাটিকর তথ্যের জালে জড়িয়ে না পড়েন, তা নিশ্চিত করা।

এএপি-তে প্রত্যাবর্তন, বিজেপি ছেড়ে ফের কেজরিওয়ালের দলে সামিল রামচন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট :মোহেভঙ্গ হয়ে গেল, ফের আম আদমি পার্টি (এএপি)-তে ফিরে এলেন কেজরিৱের রামচন্দ্র। বৃহস্পতিবার এএপি নেতা মনীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে এএপিতে পুনরায় যোগ দিয়েছেন রামচন্দ্র। দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া তাঁকে সাদরে নিজের দলে স্বাগত জানিয়েছেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে আরও

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এর কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম গুটানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট জুয়ের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই জুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ ডলার। বৃহস্পতিবার দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম একই, আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, প্রান্তেড ক্রুড ০.১২ ডলার অর্থাৎ ০.১৫ ডলার বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল

ডিজেলের দাম স্থিতিশীল প্রতি ৭৮.৭৭ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.১৮ ডলার বা ০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৪.৬৭ এ স্থিতিশীল রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৯২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৫৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল

গঠন করল পঞ্চায়েত

সদস্য সি.পি.আই.এম দলকে সমর্থন না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সি.পি.আই.এম দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় দাস।অন্যদিকে বিজেপি নেতা তথা উনকোটি জেলার বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দীপ দেবরায় নব নির্বাচিত পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ প্রধানকে সাথে নিয়ে জানান যে, সময়ের তাগিদে এবং প্রামবাসীর চাহিদা অনুযায়ী কংগ্রেসের তিন জন পঞ্চায়েত সদস্যদের সাথে নিয়ে বিজেপি দল পঞ্চায়েত গঠন করেছে। কানন সি.পি.আই.এম দল রাষ্ট্রবিরোধী দল। এই দলের কাছ থেকে মানুষকে বাঁচাতেই এই জোট করা হয়েছে বলে জানান সন্দীপ দেবরায়।

প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

রাজস্থানের যোধপুর।জাতীয় শিল্প করিডর বিকাশ প্রকল্পের লক্ষ্য হল দেশে একটি প্রাণবন্ত শিল্প পরিমণ্ডল গড়ে তোলা- যেখানে বড় শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রও প্রসারিত হবে। এই শিল্প শহরগুলি ২০৩০ নাগাদ ২ টি,লিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি

জাতীয় মহাপরিকল্পনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এই প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিল্পায়নে বিশেষ ভূমিকা নেবে। জাতীয় শিল্প করিডর বিকাশ কর্মসূচির সুবাদে ১০ লক্ষ প্রত্যক্ষ এবং ৬০ লক্ষ পরোক্ষ কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন এবং পার্যাবাহিক বিকাশের ধারণাটিও গুরুত্ব পাচ্ছে।

সুস্থ নাগরিকই গড়ে তোলে সুস্থ সমাজ, জাতীয় ক্রীড়া দিবসে বার্তা মান্ডভিয়ার



নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট :জাতীয় ক্রীড়া দিবসে মেজর ধ্যানচাঁদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। পরে তিনি বলেন, দেশের সমস্ত নাগরিককে সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থ নাগরিকই গড়ে তোলে সুস্থ সমাজ।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আমরা মেজর ধ্যানচাঁদকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছি। আজ তাঁর জন্মবার্ষিকী এবং আমরা এই দিনটিকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করছি। দেশের নাগরিকদের সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থ নাগরিকই গড়ে তোলে সুস্থ সমাজ, আর সুস্থ সমাজ গড়ে তোলে সমৃদ্ধ দেশ। ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য, প্রত্যেক নাগরিকের সুস্থ থাকা নিশ্চিত করতে, প্রত্যেকের ফিট থাকা অপরিহার্য। ফিট থাকার জন্য খেলাধুলায় লিপ্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, সমস্ত নাগরিকদের নিজেরের বাস্তু সমন্বয়ী থেকে এক ঘণ্টা সময় বের করে নিজদের আগ্রহের খেলা খেলতে হবে এবং ফিট থাকতে হবে। আমিও আজ এক ঘণ্টা ফুটবল খেলছি।অন্যদিকে কলকাতাতে, হকির নায়ক মেজর ধ্যান চাঁদের জন্ম দিন বৃহস্পতিবার। তাই এই দিনটিকে ভারত জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে উদযাপন করে। ২০১২ সালে, দিনটিকে ভারতের জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মেজর ধ্যানচাঁদ ছিলেন ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক হকির কিংবদন্তি। ১৯২৮, ১৯৬২ এবং ১৯৬৬ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে জয়ের সাথে, তিনি ভারতকে তাদের প্রথম অলিম্পিক স্বর্ণপদকের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছিলেন। ধ্যান তার শিল্পের প্রতি এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে তিনি তার নিয়মিত দিনের কাজ শেষ হওয়ার পরে রাতে হকি অনুশীলন করতেন, তাই তিনি ধ্যান ‘চাঁদ’ ডাকনাম অর্জন করেছিলেন।অন্যদিন উপলক্ষে, ভারত ২০১২ সালে জাতীয় ক্রীড়া দিবস প্রতিষ্ঠা করে। উদযাপনের উদ্দেশ্য হল ক্রীড়া কিংবদন্তীকে সম্মান জানানো এবং দৈনন্দিন জীবনে খেলাধুলার ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, ফিটনেস এবং স্বাস্থ্যের উপর ফোকাস করা। ভারতের রাষ্ট্রপতি এই দিনে খেলারার, অর্জুন পুরস্কার, দ্রোণাচার্য পুরস্কার এবং ধ্যানচাঁদ পুরস্কার সহ বিখ্যাত ক্রীড়া আলোকিত ব্যক্তিদের সম্মানীত করে পুরস্কার প্রদান করেন।

রাজধানী দিল্লিতে প্রবল বৃষ্টি, বিভিন্ন স্থানে জল জমে ভোগান্তি চরমে

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ প্রবল বৃষ্টিতে ভিজলো রাজধানী দিল্লি, একনাগাড়ে মুঘলধারে বৃষ্টিতে দিল্লির বিভিন্ন অংশে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় এতটাই জল জমে গিয়েছে যে, চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হয়েছেন দিল্লীবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলাচল করে গাড়ি। ফলে দিল্লির গতি অনেকটাই মন্হর হয়ে যায়।মঙ্গলবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হয় দিল্লিতে, ভোরবারে বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ে। প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় রাজধানী দিল্লি জুড়ে, মুঘলধারে বৃষ্টিতে মেহেরাণী-বদরপুর সড়কে জল জমে গিয়েছে। দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের প্যারেড রোড আভারপাস জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। দিল্লির শঙ্কর বিহার এলাকাও জলের তলায়। এছাড়াও দিল্লির বহু নীচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

গুজরাটের বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ! মৃত্যু বেড়ে ৪০, ফের ভূপেন্দ্রর সঙ্গে কথা মোদীর



আহমেদাবাদ ও নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট :প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় গুজরাটের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ, বিগত ৩দিনে গুজরাটে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৪০ ব্যক্তি। এই পরিস্থিতিতে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে ফের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দুর্যোগের সময় গুজরাতকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে গুজরাটের বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিন দিনে সেই রাজ্য থেকে মোট ৪০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১৮ হাজার জনকে। তবে প্রশাসনের চিন্তা এবং উদ্বেগ বাড়িয়ে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গুজরাটে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। সে ক্ষেত্রে বন্যা পরিস্থিতির আরও অনশনিত হতে পারে। গুজরাটে উদ্ধারকাজও চলছে বৃষ্টিহিতের মাধ্যমে। বৃহস্পতিবার সকালেই অনেককে বন্যা কবলিত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

অভাবনীয় সাফল্য, বিনা টিকিটের যাত্রীর কাছে এক কোটি টাকার বেশি জরিমানা



কলকাতা, ২৯ আগস্ট : বিনা টিকিটের যাত্রী সাধারণের কাছে জরিমানা আদায় এক কোটি টাকার বেশি, অভাবনীয় সাফল্য মিলে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখায়। চলতি মাসের প্রথম দিন থেকেই এই বিশেষ অভিযানে নামে শিয়ালদহ শাখা। ২০ আগস্ট পর্যন্ত রাজস্ব বাবদ ১.০৩ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। যা গত বছরের চেয়ে ১৩.৭৩ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এই খবর জানিয়েছেন।তিনি আরও বলেন, ৪০ হাজারের কাছাকাছি বিনা টিকিটের যাত্রীদের পাশাপাশি বৈধ টিকিট ছাড়া যাত্রা করতে গিয়েই টিকিট পরীক্ষকদের কাছে হাতেদান ধরা পড়ে। এই পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রেল কর্মীদের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। নিয়মিত ভাবে ওই যাত্রীরা টিকিট পরীক্ষার কিজ চলে। যাত্রী সাধারণের কাছে ভারতীয় রেলের সমস্ত রকম টিকিট পরিষেবার কথাও সচেতনতার জন্য ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অবগত করে থাকেন। অফলাইন ও অনলাইনে টিকিট কাটার সুবিধা রয়েছে।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ২৮ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাদ, কলিঃ৫২২৫, সৌরঃ ১২ ভাদ্র, চান্দ্রঃ২৫ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৩ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতেঃ২৫ স্বাবন, আসামঃ১১ ভাদ, মুসলিমঃ ২২সফর ১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২০ঃ৩৭ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৩৮।চান্দ্র উদয়ঃরাত্রি ১২ঃ৪০ঃ০৪(২৮) এবং অস্তঃদুপুর ০২ঃ৫৪ঃ৪০(২৯)।কৃষ্ণ পক্ষ।তিথিঃ দশমী (পূর্ণা) সকাল ঘ ০৪ঃ০১ঃ৩৩ দং ৫৬৪১২০ পর্যন্তক্ষন্দ্রঃমৃগশিরা রাত্রিঃ০৭ঃ৪৮ঃ২০ ০৮ ৬৩৮১৫ পর্যন্ত পরে আর্দ্রাকরণঃবগিজ বিকাল ঘ ০৪ঃ৩১ঃ২৬ দং ৭৫৬৫০ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃবজ্র রাত্রিঃ১১ঃ৪৫ঃ ১৪ দং ৪৬১২০ পর্যন্ত পরে সিদ্ধিমুখতযোগদিন ০৫ঃ২০ঃ৪২ থেকে- ০৭ঃ০১ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৩১ঃ৪১ থেকে- ১১ঃ১২ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৩ঃ০৪ থেকে- ০৫ঃ০৬ঃ২৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ ৩৯ঃ২৭ থেকে- ০৮ঃ৫৬ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩৮ঃ৪১ থেকে- ০৫ঃ ২০ঃ৪২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগদিন ০১ঃ ৪২ঃ৪০ থেকে- ০৩ঃ২৬ঃ০৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ৫৬ঃ৫২ থেকে- ১০ঃ ২৮ঃ২৮ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ২১ঃ৫০ থেকে- ১২ঃ০২ঃ১৭ থেকে- ১১ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ৩৭ঃ১১ থেকে- ০১ঃ১১ঃ৮ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ৫৭ থেকে- ১০ঃ০৩ঃ০৪ পর্যন্ত।করারাত্রিঃ০২ঃ২৮ঃ৫৭ থেকে- ০৩ঃ৫৪ঃ৪৯ পর্যন্ত।গ্রহক্ষন্দ্র।সূর্য উদয় কা র্দ্রীন)ঃরাত্রিঃ১১ঃ৪৩৯ (১০) ৪ পদচন্দ্রঃ১০ঃ৫৩(৬) ২ পদমঙ্গলঃ১২ঃ১১৩ (৭) ২ পদবৃধঃ৩২ঃ৫৪ঃ৩৬ (৯) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২ঃ৫২ঃ৩৫২ (৫) ১ পদশুক্রঃ৫ঃ৪৬ঃ৯১ (১২) ৩ পদশনিঃ১০ঃ১৯ঃ৫৩২ (২৪) ৪ পদরাহঃ১১ঃ৬১ঃ২৩০ (২৬) ৪ পদকৈতুঃ৫ঃ১৬ঃ২৩০ (১৩) ২ পদশনি বহ্নি।লাগুঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ৪০ঃ১৮ পর্যন্ত।কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ০০ঃ১৯ পর্যন্ত।তুলা রাশি সকাল ১১ঃ০৪ঃ৩৯ পর্যন্ত।বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ২২ঃ৩৪ পর্যন্ত।কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ৪৫ঃ ৫৯ পর্যন্ত।মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৭ঃ ০৩ পর্যন্ত।মেঘ রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৭ঃ ৩৩ পর্যন্ত।বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ৫৬ঃ ০০ পর্যন্ত।শিঘ্র রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ১৮ পর্যন্ত।কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ২০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে দিল্লির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৭ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ শতকরা এবং ৬২ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ৫৫ মিনিট। ভাট-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৩ মিনিট এবং অস্ত্র যাবে ৬টা ১১মিনিট

রাশিফল

মেঘ রাশিঃশুশুকুরল থেকে হঠা কিছু সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।

বৃষ রাশিঃ দূরে কর্মরত সন্তানের খবর না পাওয়ার ফলে মানসিক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য বাড়ি পারে। বতঙ্গ জাতক-জাতিকার মানসিক শান্তির জন্য পূজাপাও ও দানধ্যান করতে পারেন।

মিথুন রাশিঃ স্ত্রীর প্রচেষ্টায় পারিবারিক অশান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে।

কর্কট রাশিঃপুরনো বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।।

সিংহ রাশিঃ শার্কশীঘের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। স্বাধীন পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের যৌব যৌব সময় ভাল

হাওড়ার দাসনগরে পোস্ট অফিসে আগুন

দমকলের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ আগস্টঃ হাওড়ার দাসনগরে পোস্ট অফিসে আগুন, দমকলের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার দাসনগরে পোস্ট অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে পোস্ট অফিস থেকে কালো ধোঁয়া দেখতে পান। ধোঁয়া ক্রমশ বাড়তে থাকায় খবর দেওয়া হয় দাসনগর থানায়। দমকলেও খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অনুমান, বহু বছরের পুরনো ইলেকট্রিক লাইন হওয়ায় কম্পউটারের সিপিইউতে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। গ্রাহকদের মতে হাজার হাজার মানুষের কয়েক কোটি টাকার নথি এখানে আছে। মানুষের শেষ সম্বলটুকু পুড়ে গেলে মাথায় হাত হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় চলছে এই পোস্ট অফিস। যে কোনও সময় আরো বড় দুর্ঘটনা হতে পারে বলে জানান গ্রাহকরা। তবে মেন লাইন অফ করে দেওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে



দাসনগর পোস্ট অফিস। দমকল সূত্রে জানা গেছে, এদিন ৬-৫৫ মিনিট নাগাদ তাদের কাছে খবর আসে। দমকলের ১টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। সকাল ৮-০৫ নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্র শর্মা বলেন, এই ডাকঘরটি অনেক পুরনো। ডাকঘরের কর্মীরা জানাচ্ছেন সেখানে থাকা সিপিইউতে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগে। ডাকঘরের বিল্ডিংয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। ওপর দিয়ে জল পড়ছে। সেই জল পড়ছে বিদ্যুৎবাহিত

তারো। ডাকঘরের বিল্ডিংয়ের উপর থেকে চাণ্ডড ভেঙে পড়ছে। সেই অংশ বাঁশের ঠ্যাকনা দিয়ে রাখা আছে। এটাই ভাগের যে বিল্ডিংটা ভেঙে পড়েনি। বহু মানুষের নথিপত্র প্লাস্টিক দিয়ে চাপা দেওয়া আছে। এখানে বহু মানুষের সঞ্চিত অর্থ রয়েছে। ভয়ংকর অবস্থায় রয়েছে ডাকঘরের বিল্ডিংটি। অবিলম্বে এর সংস্কারের প্রয়োজন। না হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখানে ডাকঘরের কর্মীদের প্রাণহানির আশঙ্কার সঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহরে ফের উচ্ছেদ অভিযান

আগরতলা, ২৯ আগস্ট : আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এএমসি) এর মেয়র দীপক মজুমদার এএমসি কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, কর্পোরেশনের আধিকারিক এবং পশ্চিম জেলা ট্রাফিক পুলিশ সুপার মনিক দাসের সাথে বৃহস্পতিবার আগরতলা শহরের অবলা চৌমুহনী থেকে অফিস সেন হয়ে আইজিএম চৌমুহনী এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মেয়র আগামী ৭ দিনের মধ্যে সড়কের পাশের অবৈধ দখলকৃত দোকানগুলি উচ্ছেদের নির্দেশ দেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মজুমদার আরও বলেন, কভার ড্রেনের

ওপরে টিনের শেড দিয়ে অবৈধভাবে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা করছে অনেকেই। এটা গভীর উদ্বেগের। অবিলম্বে এসব দোকান ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে মেয়র বলেন, ব্যবসার জন্য নির্ধারিত দোকান থাকা সত্ত্বেও তারা কভার ড্রেনের ওপরে অবৈধভাবে দোকান খুলে বসেছেন। তাতে নিত্যদিন যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং যানবাহন পার্কিংয়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে। তিনি আরও বলেন, যারা অননুমোদিত ব্যবসায় জড়িত এবং যথাযথ লাইসেন্স নেই তাদের উচ্ছেদ করা হবে। সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে।

তড়িঘড়ি দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ তড়িঘড়ি দিল্লি গেলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ রোস। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজভবনে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং দিলীপ ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই রাজ্যপাল দিল্লি যান বলে খবর। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপালকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই তলেবেই তড়িঘড়ি দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। বাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে শহরে আলোচনা হতে পারে। বৃধবার তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা

দিবসের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন বিজেপিকে। তাঁর কিছু মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। বৃধবার ওই মন্তব্যের প্রতিবাদে শাহকে চিঠি লিখেছিলেন সুকান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিও জানিয়েছিলেন। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে খুন এবং ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে ‘পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ’ নামের একটি সংগঠন মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল। সেই কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিল বিজেপি। তার পরেই নানা অশান্তি হয়। সেসবের উদাহরণে তুলে বৃধবার তৃণমূলের প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী কিছু বিতর্কিত ও উত্তণ্ড কথা বলেন।

মোটর ট্রেনিং-গুলির মালিকানা ও ঠিকানা বদলের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ রাজ্যের মোটর ট্রেনিং-গুলির মালিকানা ও ঠিকানা বদলের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দিল রাজ্যের পরিবহণ দফতর। এবাপারে একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, মোটর ট্রেনিং স্কুলগুলি চাইলে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দিয়ে মালিকানা ও ঠিকানা বদল করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পরিবহণ দফতরের কাছে মোট ১২টি নথি জমা করতে হবে। সেই সব নথিপত্র যাচাইয়ের পর ঠিকানা ও মালিকানা বদলে অনুমতি দেবে পরিবহণ দফতর। পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে রাজ্যের মোটরযান আইনে মালিকানা কিংবা ঠিকানা পরিবর্তনের সম্পূষ্ট সন্ধান নেই। তার ফলে মোটর ট্রেনিং-স্কুলগুলির মালিকানা ও ঠিকানা বদলের কাজ সারতে সমস্যা হতো। সেই সমস্যা নীরসনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে পরিবহণ দফতর জানিয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও

মোটর ট্রেনিং স্কুলের মালিকের মৃত্যু তে কিংবা ভিন্ন কারণে মালিকানা বদলের জন্য স্কুলের লাইসেন্স-সহ আইনি দাবিদারকে লিখিত ভাবে আবেদন করতে হবে। জমা করতে হবে মৃত্যুর শংসাপত্র-সহ একটি হলফনামা। লিখিত বয়ানে জানাতে হবে, সংশ্লিষ্ট মোটর ট্রেনিং স্কুলের তথ্যপ্রমাণ দিয়ে মালিকানা ও ঠিকানা বদল করতে পারবে। এ বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই। আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে প্যান ও আধার কার্ডের প্রতিলিপি দিয়ে আবেদন করতে হবে।

আবেদনে মোট ১২টি বিষয়কে যুক্ত করতে হবে। অন্য দিকে, মোটর ট্রেনিং স্কুলের ঠিকানা বদলের জন্য ট্রেড লাইসেন্স-সহ একই ভাবে আবেদন করতে হবে। সঙ্গে প্যান ও আধার-সহ স্কুল অফিসের মালিকানার প্রমাণপত্রও জমা দিতে হবে। পরিবহণ দফতর দুই ক্ষেত্রেই জমা পড়া যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখবে। যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হলে ঠিকানা বদলের অনুমতি মিলবে ।

উত্তাল হবে সমুদ্র এবং ঝোড়ো হাওয়ার দাপটের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বসূচী অনুযায়ী, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে স্ট্রী ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরের ওপর বৃহস্পতিবার সকালে একটি নিম্নচাপ ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে এটি পশ্চিম – মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর সম্পূষ্ট নিম্নচাপের আকার ধারণ করতে পারে। এরপর সেটি উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের অতিমন্ড এগিয়ে গেলে এটির গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবার সম্ভাবনা। এর প্রভাবে সেই অর্থে ভারী বৃষ্টির জন্য কোনওরকম সতর্ক বার্তা না থাকলেও ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সূত্রায় এই বাতাসের দাপটে, সমুদ্র বেশ উত্তাল থাকবে। সেসবেরে মৎস্যজীবীদের, মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে আগামী ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা গভীর সমুদ্রে ইতিমধ্যেই মাছ ধরতে গিয়ে উপকূল থেকে বহু দূরে রয়েছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই তাদের উপকূলে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে।

৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে সুন্দরবনের বন দফতরের চুলকাটি ক্যাম্পে বিক্ষোভ মৎস্যজীবি সংগঠনের উদ্যোগে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২৯ আগস্টঃ সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের বন দফতরের রামগঙ্গা রেঞ্জের অন্তর্গত চুলকাটি ক্যাম্পে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়ে গেল।এ দিন সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী মৎস্য যান নিয়ে এই অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক হারাহন ময়রা, সহ সভাপতি অমল শাউ সহ অন্যান্যরা। এদিন এই বিষয়ে সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক হারাহন ময়রা বলেন, আমরা ৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচি



আয়োজন করা।আমরা গত ২০ শে আগস্ট চুলকাটি ক্যাম্পে লিখিতভাবে এদিনের কর্মসূচি জানানোর পরেও এদিন এসে আমরা দেখি চুলকাটি ক্যাম্পের ভিতরে বাইরে তালা বন্ধ। এর পরে আমরা চুলকাটি ক্যাম্প এবং সংলগ্ন নদী অবরোধ করে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করি। আমাদের দাবিগুলি হলো ১)

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে মাছ ও কাঁড়ো ধরার অধিকার বহাল রাখতে হবে। ২) যে সমস্ত মৎস্যজীবীদের মাছধরা বন্ধ করা হয়েছে তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। ৩)সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বাঘ, কুমির,হিংস্র জন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা মৃত মৎস্যজীবী পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করতে

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ

বনস্পতি দে, কোমগর হুগলি, ২৯ আগস্টঃ আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে এক কলেজ পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। হুগলির কোমগরের নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের ঘটনা। মারধর করার অভিযোগ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। এই বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি কলেজ কলেজ অধ্যক্ষের। গোটা ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে উত্তরপাড়া থানায়। নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের বিকন্মের প্রথম বর্ষের ছাত্র অরিন্দম

হালদার। দিন কয়েক ধরে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্য অন্যান্য বন্ধুদের ডেকেছিল। তাঁর অভিযোগ, তিনি বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সঙ্গে যুক্ত, সেই কারণে গত ২৭ তারিখ কলেজের ভেতরের একটি ঘরে ডেকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র ছাত্রীরা বাঁশ লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। রাতে আহত ছাত্রকে দেখতে তাঁর বাড়ি পৌঁছন এসএফআই নেত্রী দীপ্সিতা ধরা। সরকারের উত্তরপাড়া থানায় গোটা ঘটনার একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় এসএফআই-এর পক্ষ থেকে।



হুগলি জেলা এস এফ আই সম্পাদক অর্ণব দাস বলেন,

‘‘আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদ সংগঠিত করতে কলেজের ভিতরে প্রচার করছিল অরিন্দম হালদার ও অন্যান্য কিছু ছাত্রছাত্রী। সানি খাসকলে ও সাগর দত্তগুপ্ত নামে দুই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা অরিন্দমকে বেধড়ক মারধর করে। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। যদিও এই বিষয়ে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। এই বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যেটুকু শুন্‌লাম হেলেটি কলেজে

নাকি কোন মহিলাকে কটুক্তি করছিল। সেই কারণে মেয়েরা তার উপরে চড়াও হয়। গোটা ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোন যোগাযোগ নেই। দীপ্সিতা ধরেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘ওঁরা সোশ্যাল মিডিয়াতেই থাকেন, আমরা মানুষের সঙ্গে থাকি।এ বিষয়ে নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকান্ত সামন্ত বলেন, আহত বা আক্রমণকারী কোন পক্ষের তরফ থেকেই কোন কিছু তাঁকে জানানো হয়নি। যদি কোন লিখিত অভিযোগ তাঁর কাছে জমা পড়ে, সে হিসাবে পদক্ষেপ করা হবে।

সমগ্র ত্রিপুরাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা

আগরতলা, ২৯ আগস্ট : সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির ফলে জীবনহানি সহ সম্পদ ক্ষয়ক্ষতির গভীরতা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার সমগ্র রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেন্দ্র পাণ্ডে এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বন্য্য পরবতী পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত রাজ্যে ৩৪৬টি শরণার্থী শিবিরে ৫২ হাজার

৯০৬ জন মানুষ রয়েছেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩২ জন বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ১ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ত্রাণ শিবিরগুলিতে চিকিৎসকগণ ১,২৭১ বার পরিদর্শন ও ৩৭ হাজার ৫৯৬ জনের চিকিৎসা করেছে। এছাড়াও ১,৮৬৭টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে ৪৩ হাজার ৮৮৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

তিনি জানান, বন্য্যার পরবতী পরিস্থিতিতে আজ পর্যন্ত ১৮টি বিদ্যুৎ বিভাগে ১০০ শতাংশ

বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী এবং সিপাহীজলা জেলার বেশ কিছু স্থান জলমগ্ন থাকায় বাকি ৬টি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জলন্ত কমলে এ গুলিও দ্রুত পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ করা হবে।

রাজস্ব সচিব জানান, বন্যা পরবতী পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৪ হাজার ৭৬৪টি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। ধলাই জেলা, সিপাহীজলা জেলা,

গোমতী জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ১৬৬টি বিদ্যালয় এখনও খোলা যায়নি। এছাড়াও গতকাল থেকে রাজ্যের ৯ হাজার ২৭৮টি অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র পুনরায় চালু করা হয়েছে। রাজস্ব সচিব জানান, সাম্প্রতিক বন্যার ফলে রাজ্যের শ্রমিকদের জীবনজীবিলাও হয়েছে। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই শ্রম দপ্তর নথিবদ্ধ নির্মাণ শ্রমিকদের ৪ হাজার টাকা করে আবেদন করছে। অন্য পক্ষত রাজ্যের ৪ হাজার ৭৬৪টি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। ধলাই জেলা, সিপাহীজলা জেলা,

জয়নগরের একটি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান ৮৫ হাজার টাকা না নেওয়ার কথা ঘোষণা করলে

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ আগস্টঃ আর কিছুদিন পর বাঙালির সর্ব শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। তবে আ বহুরের তুলনায় এবছরেরপূজোটা জৌলুসহীন হতে চলছে। কারণ এ বছর পুজোর দুমাস আগে বাল্য আর জি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিবাদে শামিল হয়েছে।সারা বিশ্ব জুড়ে এই ঘটনার নিদার ঝড় উঠছে। প্রতিদিনই বহু প্রতিবাদের মিছিল চলছে এই ঘটনাকে ধিকার জানিয়ে। আর এরই মধ্যে এবারের পুজোর সরকারি অনুদান না নেবার সিদ্ধান্ত নিল জয়নগরের একটি পুজো কমিটির সদস্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ ও ১৪-র পল্লি সর্বজনীন পুজো কমিটির সদস্যরা এই অনুদান না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি পুজো কমিটির তরফে সমাজমাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এ জন্য তাঁরা এবারের পুজোর আয়োজনেও কাটছাঁট করছে তাঁরা। এই পুজো কমিটির সম্পাদক বারিন বৈদ্য বলেন, ‘‘আর জি কর কাণ্ডের পরিস্থিতিতে আমরা এলাকার বাসিন্দাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে এবং সোসারি বৈঠকে এ ব্যাপারে মতামত চেয়েছিলাম। সেখানে সকলেই অনুদান না নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। সেই মতো আমরা অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জয়নগর-মজিলপুর

পুরসভার ৭ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের পরিচালনায় স্থানীয় সৃজনী সংঘ ক্লাবের মাঠে এই পুজো হয়। পুজোর ব্যবস প্রায় ৪৭ বছর। এই পুজো এলাকার বড় এবং পুরনো পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। বারিন বৈদ্য এও বলেন, সরকারি অনুদানের ৮৫ হাজার টাকা তাঁদের মতো পুজো কমিটির কাছে বড় ব্যাপার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পুজোর সঙ্গে যুক্ত কেউ-ই চাইছেন না এই অনুদান নিতে। এলাকার অন্য পুজো কমিটিগুলির কাছেও তাঁরা আবেদন করেছেন, সরকারি অনুদান প্রত্যাহান করার জন্য। তবে, জয়নগর থানা এলাকার আর কোনও পুজো কমিটির তরফে অবশ্য এখনও পর্যন্ত অনুদান না নেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। ওই পুজো কমিটি সূত্রের খবর, তাদের এ বারের বাজেট প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। গত কয়েক বছর অনুদান নিয়েই পুজো হয়েছে।এ বার অনুদান ছাড়া পুজো করার জন্য আয়োজনে কাটছাঁট করা হচ্ছে। পুজোর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য তথা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান এসইউসি আই নেতা প্রবীর বৈদ্য বলেন, ‘‘আমরা ৪৭ বছর ধরে এই পুজো করছি। শেষ কয়েক বছর বাদে এত দিন অনুদান ছাড়াই পুজো হয়েছে। এ বারও অনুদান ছাড়াই পুজো হবে। তবে এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি বলে এখনো পর্যন্ত খবর।

৩১,২০০ টি বার্থ উৎপন্ন হবে দুটি জোড়া পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর মাধ্যমে

কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ প্রতিবছর, পূর্ব রেল যাত্রী পরিবহনের উত্থান সামালতে এবং সমস্ত যাত্রীর জন্য সুবিধাজনক ও আরামদায়ক পূজার যোগ্য নিশ্চিত করতে যাঁরা স্পেশাল ট্রেন চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। আসন্ন পূজা, দীপাবলি এবং ছট পূজার সময় যাত্রার শনিবার শিয়ালদহ থেকে রাত ২৩ঃ ৫৫ টায় ছেড়ে পরের দিন দুপুর ১ঃ৪২ টায় জয়নগর পৌঁছাবে যা ০৫.১০.২০২৪ থেকে ৩০.১১.২০২৪ (৯টি ট্রি়) পর্যন্ত চলবে এবং ০৩১৮৮ জয়নগর শিয়ালদহ পূজা স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি শনিবার থেকে ১৫ঃ২৫ টায় জয়নগর থেকে ছেড়ে পরের দিন ভোর ০৫ঃ১৫ টায় শিয়ালদহ

পৌঁছাবে যা ০৬.১০.২০২৪ থেকে ০১.১২.২০২৪ (৯টি ট্রি়) পর্যন্ত চলবে । ট্রেনটি উভয় দিকেই বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মথুরপুর, জসিডি, বাঁঝা, কিউল, বারুগাঁ, সমষ্টিপুর, দরভাঙ্গা, সাকরি এবং মধুবনী স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, স্লিপার ক্লাস ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১৩৫ কলকাতা পাটনা পূজা স্পেশাল প্রতি মঙ্গলবার কলকাতা থেকে রাত ২৩ঃ৫০ টায় ছেড়ে পরের দিন সকাল ১০ঃ২৫ টায় পাটনা পৌঁছাবে যা ০১.১০.২০২৪ থেকে ৩৫.১১.২০২৪ (৯টি ট্রি়) পর্যন্ত চলবে এবং ০৩১৩৬ পাটনা

কলকাতা পূজা স্পেশাল প্রতি বৃধবার দুপুর ১২ঃ১৫ টায় পাটনা থেকে ছেড়ে একই দিনে রাত ২৩ঃ ৫৫ টায় কলকাতা পৌঁছাবে যা ০২.১০.২০২৪ ২৭.১১.২০২৪ (৯টি ট্রি়) পর্যন্ত চলবে। ট্রেনটি উভয় দিকেই বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মথুরপুর, জসিডি, বাঁঝা, কিউল, মোকামো , বখতিয়ারপুর এবং পাটনা সাহেব স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, স্লিপার ক্লাস ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১৮৭ শিয়ালদহ জয়নগর পূজা স্পেশাল এবং ০৩১৩৫ কলকাতা পাটনা পূজা স্পেশাল এর বুকিংয়ের বিষয়ে শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে।

৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে সুন্দরবনের বন দফতরের চুলকাটি ক্যাম্পে বিক্ষোভ মৎস্যজীবি সংগঠনের উদ্যোগে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২৯ আগস্টঃ সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের বন দফতরের রামগঙ্গা রেঞ্জের অন্তর্গত চুলকাটি ক্যাম্পে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়ে গেল।এ দিন সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী মৎস্য যান নিয়ে এই অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক হারাহন ময়রা, সহ সভাপতি অমল শাউ সহ অন্যান্যরা। এদিন এই বিষয়ে সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক হারাহন ময়রা বলেন, আমরা ৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচি



আয়োজন করা।আমরা গত ২০ শে আগস্ট চুলকাটি ক্যাম্পে লিখিতভাবে এদিনের কর্মসূচি জানানোর পরেও এদিন এসে আমরা দেখি চুলকাটি ক্যাম্পের ভিতরে বাইরে তালা বন্ধ। এর পরে আমরা চুলকাটি ক্যাম্প এবং সংলগ্ন নদী অবরোধ করে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করি। আমাদের দাবিগুলি হলো ১)

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে মাছ ও কাঁড়ো ধরার অধিকার বহাল রাখতে হবে। ২) যে সমস্ত মৎস্যজীবীদের মাছধরা বন্ধ করা হয়েছে তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। ৩)সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বাঘ, কুমির,হিংস্র জন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা মৃত মৎস্যজীবী পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করতে

হবে। ৪) বন দপ্তরের অত্যাচার, জুলুম হয়রানি ও জরিমানা নেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এবং ৫) আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অত্যাচারিত ও নিহত ডাক্তারের বিচার অতি দ্রুত সম্পন্ন করে, এই ঘটনায় জড়িত সকলকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের সহ সভাপতি অমল শাউ বলেন, আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার সুন্দরবনের বন দফতরের সমস্ত রেঞ্জ অফিস, বিট অফিসে উল্লেখিত দাবির ভিত্তিতে লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি করবে। এ দিনের এই কর্মসূচিতেরায়দিঘি, পাধরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, কুলতালি, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা থেকে পাঁচ শতাধিক মৎস্য যান সহ মৎস্যজীবীরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

জমা জলের সমস্যায় হাওড়ার বালি-জগাছা ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ আগস্টঃ জমা জলের সমস্যায় হাওড়ার বালি-জগাছা ব্লকের চামরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা জেরবার, ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ। অভিযোগ, কোথাও সাতদিন আবার কোথাও তারও বেশি সময় ধরে জলযন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে তাঁদের। জমা জলে এলাকা যেন একটি ছোট ভেনিস শহরে পরিণত হয়েছে। থার্মোকলের ভেলার চড়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বালি-জগাছা ব্লক অফিস ঘেরাও করে রাছেন সাধারণ মানুষ। জমা জলের সমস্যা নিয়ে এদিন স্থানীয় মানুষ চামরাইলের বালি-জগাছা পঞ্চায়েত সমিতি ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করেন।স্থানীয় বাসিন্দা সেহেরা বেগম বলেন, এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ঘরের ভিতরে জল জমে আছে। এখনও জল বাড়ছে। রাত্তায় এক কোমর জল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই অবস্থা দেখতে কেউ আসেনি। ঘরে সাপ ঢুকছে। জল জমার সমস্যা জন্য



এলাকায় কারেন্ট চলে যাচ্ছে। এদিকে, এলাকার বেশ কিছু এলাকা যেখান দিয়ে জল নিকাশি হয় সেই সব জায়গা জ্বরদখলের কারণেই এই সমস্যা বলে দাবি পঞ্চায়েত উপপ্রধানের। দ্রুত সেই দখলদারি মুক্ত করি সমস্যার সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। চামরাইল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উর্মিলা বাকীই বলেন, সাধারণ মানুষ জলমগ্ন অবস্থায় আছে। কিছু মানুষ জায়গা দখল করে আছে। সেই নিয়ে তামস্ত করা হচ্ছে।

আগের বছর নিকাশি নালা পরিষ্কার করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ এই পরিস্থিতিতে থেকে সুরাহা পেতে বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন।

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর , ২৯ আগস্টঃ রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মৎস্য উৎপাদনে। আর মৎস্য চাষীদের উৎসাহ বাড়তেও উৎসাহান বাড়তে তাই বিনামূল্যে জেলা জুড়ে মাছের চারা বিতরণ করছে জেলা মৎস্য দফতর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জেলা মৎস্য দপ্তর থেকে জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের তৎপরতায় বৃহস্পতিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের সাবিত্রীতলা মোড় থেকে দুশো জন মৎস্য জীবির হাতে দশ ক্ষেত্র করে মাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই মাছের চারা বিতরণে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত মন্ডল, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, ব্লক মৎস্য আধিকারিক সহ আরো অনেকে। এদিন নূর হোসেন পুরকহিত, রামদাস নন্দর, মনিরুদ্দিন নাইয়া, খাজেবজ মোল্লা, আসমত গাজী, হাফিজুল গাজী, ভোলা খান, শাহরুখ খান, ইয়াসেল মোল্লা সহ বহু মাছ চাষি খুশি মাছের চারা পেয়ে। তারা বলেন, আমরা সরকারের এই সহায়তায় মাছ চাষ করে স্বনির্ভর হতে পারবো।

গৃহকোণ

আরামের দিক বিবেচনায় সাদা রং-ই বিছানার চাদরের জন্য সবচেয়ে ভালো

ভালো ঘুমের বেশ কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। অন্যতম হলো প্রশান্তিদায়ক পরিবেশ। আলো বা শব্দে ঘুমের ব্যাঘাত তো ঘটেই, বিছানা-বালিশের মতো অনুষঙ্গও ভালো ঘুমে ভূমিকা রাখে। ভালো ঘুমের জন্য কেমন চাদর প্রয়োজন, চলুন জেনে নেওয়া যাক। বিছানার চাদর হতে হবে মসৃণ ও নরম। কেনার সময়ই খেয়াল করুন, চাদরে যাতে কোনো রকম খসখসে বা অমসৃণ ভাব না থাকে। সূতি চাদরই সবচেয়ে আরামদায়ক। বেছে নিন সাদাসিধে বুননের কাপড়। টুইলের চাদরও নেওয়া যেতে পারে, যদি তা নরম হয়। রংটাও গুরুত্বপূর্ণ। বয়স ও রুচি অনুযায়ী চাদরের রং ও নকশা বেছে নেওয়া প্রয়োজন। প্রশান্তি ও আরামের দিক বিবেচনায় সাদা রংই বিছানার চাদরের জন্য সবচেয়ে ভালো। পাঁচতারা হোটেলগুলোতেও যেমনটা দেখা যায়। অন্য হালকা রঙের চাদরও ব্যবহার করতে পারেন। বেছে নিতে পারেন পছন্দের কোনো রঙের হালকা শেড। হালকা রঙের চাদরে অন্য রঙের ছোটখাটো নকশায় সূতি হতে পারে মিশ্র অনুভূতি। সেটিও ঘুমের জন্য ভালো। ধূসর রঙেও কেউ কেউ ভালো অনুভব করেন, কারণ ও মধ্যে আবার একটি বিষণ্ণতার জন্ম দেয় এই রং। কালোতে অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটলেও এই রঙের চাদরে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। খুব উজ্জ্বল রঙের চাদরও ঘুমের জন্য সহায়ক নয়।

প্রকৃতির রঙে মিশে যাওয়া
মাথার ওপরের নীল আকাশকে



রোজই তো দেখি আমরা। তবে নিমিত্তিক এই ‘জিনিস’টিও অনেকের খেয়াল করে দেখার অবসর হয় না। নীল রং মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক। সবুজ রং আমাদের দেহকে শিখিল হতে সহায়তা করে। বিছানার চাদরের জন্য বাছাই করা যেতে পারে প্রকৃতির এই সবুজ বা নীল শেড।

বাক্তিভেদে রং ও নকশা
শিশুদের বিছানার চাদর বাছাই করার ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়াই ভালো। চাদরে থাকতে পারে শিশুদের চাহিদা মার্কিন নকশা। আবার নারী ও পুরুষের পছন্দও হতে পারে আলাদা। মিষ্টি গোলাপি রঙের চাদরে ফুলের মোটিফের নকশা হয়তো দেখতে সুন্দর, কিন্তু একজন পুরুষের তা পছন্দ না-ও হতে পারে। কোন ঘরের বিছানার চাদর

কেনা হচ্ছে, চাদরটি কে ব্যবহার করছেন, এসব বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখুন চাদর কেনার সময়। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য চেক কিংবা ডোরাকাটা নকশার চাদর বেছে নেওয়া যায়।

হালকা রঙের সুবিধা ও বেশ
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হালকা রঙের বিছানার চাদর বেছে নিলে আরও কিছু সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। শব্দে অন্দরের গড়পড়তা পরিধি এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এই ছোট অন্দরের একটি বড় অংশ জুড়েই থাকে বিছানা। বিছানার চাদরে যদি থাকে সাদা কিংবা হালকা রং, তাহলে ঘরকে বড় দেখাবে। তাতে মনেও আসবে স্বস্তি। বিছানার চাদর ময়লা হয়ে গেলে হালকা রঙের চাদরে ময়লা ভাবটা বোঝা যায় বেশি। কেউ কেউ ভাবতে পারেন,

এটি হালকা রঙের চাদরের খারাপ দিক। কিন্তু গাঢ় রঙের চাদরের ময়লা আপনার চোখে না পড়লেও সময়ের সঙ্গে সেখানে কিন্তু ময়লা ঠিকই জমতে থাকে, যা আপনার জন্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই হালকা রঙের চাদরই বেছে নিন। আর যে রঙের চাদরই ব্যবহার করা হোক না কেন, তা অবশ্যই নিয়মিত পরিষ্কার করে ফেলুন। দিনের বেলা চাহিলে একটা ব্যক্তি চাদর দিয়ে মূল চাদরটিকে বেড়ে দিতে পারেন, যাকে বলা হয় ‘বেড কভার’। তাহলে মূল চাদরটি সজ্জা ময়লা হবে না। বেড কভার যেকোনো উপকরণেরই হতে পারে। এটি নরম সূতি কাপড়ে তৈরি না হলেও ক্ষতি নেই। এই অভ্যাস গড়ে তুললে আপনার বিছানার চাদর সত্যিকার অর্থেই কম ময়লা হবে।

নিজের বাগানের ফুলে সাজুক ঘর



ঘরের ছাদে কিংবা বারান্দায় এখন অকেই বাগান করে থাকেন। ফুলের গাছের পাশাপাশি সেই বাগানে নানা রকম ফুলের গাছও থাকে। ঘর সাজানোর ফুলগুলো সাধারণত দোকান থেকেই কেনা হয়। কিন্তু নিজের বারান্দার বাগান বা ছাদবাগানে ফোটা ফুলেই যদি সেজে ওঠে অন্দর!। আসলে বাইরে থেকে ফুল কেনার বাজেট তো সব সময় থাকে না, তাই বারান্দা থেকে ফুল এনেই মাঝেমধ্যে সাজিয়ে তুলি। তাঁর বাসার বারান্দায় রয়েছে বিশাল একটি বাগানবিলাসের গাছ। মাঝেমধ্যে সেখান থেকে ফুল নিয়েই ঘর সাজান। খুব বেশি কিছু নয়, কখনো প্লেটে ছড়িয়ে দেন ফুলের পাণ্ডিট আবার কখনো খোলা জারে জল দিয়ে তার ভেতরে ভাসিয়ে দেন ফুল। বিনু খাচুনও ঘর সাজাতে ভালোবাসেন। বর্ষা বা শরৎ,

যেকোনো ঋতুতেই মৌসুমি ফুলে সেজে ওঠে তার ঘর। প্রতিবছর এই সময়ে পথের ধারে ছড়িয়ে থাকা শিউলি ফুল স্থান পায় তাঁর ঘরের কোণে। ইসরাতে জাহান একজন ডিজাইনার। ঘর সাজানোতেও বেশ পটু। দামি জিনিসে নয়, বরং ঘরপাশে ছড়িয়ে থাকা জিনিস দিয়েই ঘর সাজান তিনি। গাছে ফুটে থাকা জবা, আবার কখনো অলকানন্দাএমন সব ফুল বাঁশের ছোট ছোট বুড়িতে রেখে বুলিয়ে দেন। শুধু ঘর সাজানোর সময়ই নয়, অনেক সময় অতিথি আপ্যায়নের ট্রেতে, খাবার পরিবেশনের সময় বারান্দা থেকে ফুল এনে সাজিয়ে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ট্রের এক কোণে একটি বাটিতেও ফুল ছড়িয়ে দিতে পারেন। ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখা খুব জরুরি। এই যেমন ফুল

সাজানোর জন্য বেছে নিন হালকা রঙের ছিমছাম পাত্র। পাত্রটি যুদ্ধ কাচের হলে বেশি ভালো। একসঙ্গে অনেক ফুল না রেখে অল্প কিছু ফুল বা পাণ্ডি রাখতে পারেন। সঙ্গে সবুজ পাতাও থাকতে পারে। যেখানে ফুল সাজাবেন, সেখানে শোপিস বা অন্যান্য অনুষঙ্গ না রাখাই ভালো। শখের বাগান থেকে আনা ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর সময় কিছু বৈচিত্র্যও যোগ করতে পারেন। এই যেমন ফুল সাজানোর জন্য একটি ছোট বাঁশের ট্রে ব্যবহার করতে পারেন। এবার বাসায় ব্যবহৃত হয় না, এমন কাচের বয়াম খুঁজে নিন। বয়াম না থাকলে কাচের গ্রাস ব্যবহার করুন।

লেবু কেটে গোল গোল টুকরা করে নিন। চিকন পাতের দড়ি দিয়ে লেবুর টুকরাগুলো গ্রাস বা বয়ামের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে নিন। এবার ভেতরে জল দিয়ে বাগান থেকে আপনার পছন্দমতো তুলে আনা ফুলে পাত্রটি সাজিয়ে তুলুন। এখন ঘরের পছন্দসই কোণে রেখে দিন। এ ছাড়া ছোট ছোট কাঁসা বা মাটির প্লেটে পানি দিয়ে সেখানে রাখতে পারেন ছোট ছোট ফুল। এমনই নানাভাবে শখের বাগান থেকে তুলে আনা ফুলে প্রতিদিনই সাজিয়ে ভুলতে পারেন আপনার ঘর।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে অমৃত স্টেশন প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে



মালিগাঁও, ২৯ আগস্টঃ মর্যাদাপূর্ণ অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এবিএফআর) তার অধিক্ষেত্রে মধ্যে ৯১টি স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা রূপান্তর করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে, পূর্নবিকশিত প্রকল্পের অধীনে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত স্টেশনগুলির পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা উন্নয়ন করার লক্ষে, রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য একটি আধুনিক ও স্বচ্ছন্দমূলক পরিবেশ নিশ্চিত

করার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমটি স্টেশন বিল্ডিং আধুনিকীকরণ, প্রশংসে-প্রস্থান বাবস্থার উন্নয়ন করার মাধ্যমে এবং আত্মধুনিক সুবিধা প্রদানের দ্বারা সামগ্রিক যাত্রী অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য এবিএসএস-এর অধীনে ৯১টি স্টেশনের মধ্যে কামাখ্যা, রঙিয়া, রাঙাপাড়া নর্থ, ধুবড়ি, লামডিং, নিউ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, ডিম্ফু, বারসোই, কিয়ানগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার,

রংপো, আগরতলা, উদয়পুর, মেদিপাথার, ডিমাপুর, নাহরলগুন ইত্যাদি সহ আরও কয়েকটি স্টেশনের কাঠামোর কাজে দ্রুতগতিতে চালানো হচ্ছে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকাঠামোর কাজে উচ্চ গুণগত মান লাভ করা যায়। নিউ মাল জংশন, কোকরাঝাড়, ফকিরগ্ৰাম, হাসিমাঝা, ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, গৌরীপুর, ধুবুগুড়ি, দিনহাটা, দলগাঁও, বিরাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি, লংকা, হোজাই, চাপরমুখ ইত্যাদির মতো কয়েকটি স্টেশনে চলমান কাজের

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সহজ যোগাযোগ ও যাতায়াতের জন্য একওঁবি নির্মাণ, স্টেশনের স্টেশনহাউস এরিয়ার উন্নয়ন, দুই ও ত্রিভুজগতিতে চালানো হচ্ছে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকাঠামোর কাজে উচ্চ গুণগত মান লাভ করা যায়। নিউ মাল জংশন, ফকিরগ্ৰাম, হাসিমাঝা, ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, গৌরীপুর, ধুবুগুড়ি, দিনহাটা, দলগাঁও, বিরাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি, লংকা, হোজাই, চাপরমুখ ইত্যাদির মতো কয়েকটি স্টেশনে চলমান কাজের

আলোর ব্যবস্থা এবং উন্নত ভিডিও সুরক্ষা পদ্ধতি স্থাপন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি এই ধরনের সুবিধা প্রদান করা হবে। এমনকি ‘অ্যানার্জি-এফিসিয়েন্ট’ লাইটিং, বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং পরিবেশ অনুকূল সামগ্রী ব্যবহারের সাথে স্থিতিতা হবে এর প্রধান লক্ষ্য। রেলওয়ে যাত্রীদের স্বাগত জানাতে তথ্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে অঞ্চলের ঐতিহ্যকে প্রতিকলিত করা সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সাথে স্টেশনের উন্নত সমন্বিত অংশের পাশাপাশি উন্নত পার্কিং ব্যবস্থা করা হবে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম হলো নতুন ভারতের দক্ষতা পূরণ করা আধুনিক ও দক্ষ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এক পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই পুনর্বিকাশ প্রকল্পগুলি সুরক্ষিত, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা প্রদানের উৎকৃষ্টতায় যাতে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে পারে তারই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

Name Change I, Smt. Priyanka Das D/o Late Debasis Das resident of 47, Sabujayan Abasan, 2nd Floor, Mahatma Gandhi Road, Kabardanga more, beside Paritran Rehab Centre, P.O.: R.C.-Thakurani, P.S.: Handeypur, Dist.: South 24 Parganas, Kolkata-700104 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Priyanka Das instead of Priyanka Das Day Sarkar, vide an affidavit sworn before the 1st Class Magistrate at Alipore on 18/05/2024. Priyanka Das and Priyanka Das Day Sarkar both are same and one identical person.
--

Name Change I, Mousumi Roy (Old Name) W/o. Partha Sarathi Biswas Residing at Bagila Station Para, Vill., + P.O.-Bagila, P.S.- Memari, Purba Bardhaman, Pin-713146, shall henceforth be known as Mousumi Roy Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no.007/2024 Dated 28-08-2024. Mousumi Roy (Old Name) and Mousumi Roy Biswas (New Name) both are same and one identical person.
--

Name Change I RIZWANA BEGUM,W/O MUDASSAR NASIM, R/O R-97,S A FAROOQUE ROAD,P/O GARDEN REACH, KOLKATA-700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIZWANA BEGUM ANSARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024,THAT RIZWANA BEGUM AND RIZWANA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
--

বিশ্রাস্তি আমি গোবিন্দ প্রসাদ সরকার, যৌজা -গলসেদা, জে. এল. নম্বর-৪১, স্বরূপ নগর ব্লকে, দাপ নম্বর ৬৮৭, পতিমান নম্বর ৮২৫, মনীন্দ্র নাথ সরকারের কাছ থেকে কিছু জমি ও অন্যান্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাই। আর কিছু জমি গোবর্দন সরকারের কাছ থেকে আমানত দাখিল মূল পাই। মোট জমির পরিমাণ ৩৫.৫ শতক। উক্ত দাপে রেকর্ড পাইবার ব্যাপারে কোন ব্যস্তির কোন ন্যায় দাবি বা আপত্তি থাকলে তিনি B.L & L.R.O. স্বরূপনগর ব্লকে যেন যোগাযোগ করেন।

Name Change I, Jacinta Gomes (old name) D/O John Gomes, Presently residing at 13/H/1/2, ELLIOT LANE, P.O.-PARK STREET, P.S.- PARK STREET, KOLKATA-700016, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ayesha Rashid (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/08/2024. Ayesha Rashid (new name) and Jacinta Gomes (old name) both are same identical person.

Name Change I , Hosnara Begum W/O- Mohamad Kowsar Molla resident of Tikay Para, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'HOSNARA BEGAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/08/2024. That Hosnara Begum and Hosnara Begam both are same and one identical person.
--

সুটে বেচে তহবিল জোগাচ্ছেন ট্রান্সপ

গুয়াশিটন, ২৯ আগস্টঃ যুক্তরাষ্ট্রে আগামী নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তহবিল জোগাড় করতে বিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন ডিজিটাল ট্রেডিং কার্ড বিক্রি করার ঘোষণা করেছেন। ডিজিটাল ট্রেডিং কার্ড বিক্রির এ কথা জানিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, সমর্থকদের মধ্যে যিনি ১৫ বা এর বেশি ট্রেডিং কার্ড কিনবেন, তিনি বাস্তবেও একটি ট্রেডিং কার্ড পাবেন, যেটির সঙ্গে থাকবে একটি সুটের টুকরা। এ সুটে পরেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে গত জুনে প্রথম মুখোমুখি প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কে হাজির হয়েছিলেন তিনি (ট্রাম্প)। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুথ সোশ্যালের এক ডিভিও বার্তায় প্রাভান এই প্রেসিডেন্ট এসব কথা জানান। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের স্টুডিওতে ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে প্রথম গুই মুখোমুখি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

Name Change I, Sontosh Panja S/O. Paul Panja R/o. Vill.- Raghabpur, P.O.- Nepalganj, P.S.- Bishnupur, Dist.- Diamond Harbour, Pin- 700103 shall henceforth be known as Santosh Panja. I declare that Santosh Panja and Sontosh Panja is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2024.
--

Name Change I, Julfikar Rahaman Mandal (old name) S/O Mojahedar Mandal, Presently residing at Vill- Bagiola, P.O-Kolsur, P.S-Baduria, Dist-North 24 pgs, Pin-743438, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Julfikar Rahaman Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/08/2024. Julfikar Rahaman Mandal (new name) and Julfikar Rahaman Mandal (old name) both are same identical person.
--

Name Change I ,Taniya Begum W/O- Ibrahim Molla resident of E.L. Mitra Lane, Tikepara, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'TANIFA HOSSAIN BEGUM MOLLA' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/08/2024. That Taniya Begum and Taniya Hossain Begum Molla both are same and one identical person.

Name Change I, Sneha Dargath W/O. Saket Ladha R/o. Asitiva Tower, 6th Floor, 1, Motilal Basak Lane, Near Kankurgachi Bada Park, P.O.- Kankurgachi, P.S.- Phool Bagan, Kolkata-700054 shall henceforth be known as Sneha Ladha. I declare that Sneha Ladha and Sneha Dargath is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2024.

Name Change I, Barira Khatun & Barira Khatun Mandal (old name) W/O Sirajul Islam Mandal, Presently residing at Vill- Dattapara, P.O.- Dattapara, P.S-Swarupnagar, Dist-North 24 pgs, Pin-743286, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Barira Khatun Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/08/2024. Barira Khatun Mandal (new name) and Barira Khatun & Barira Khatun Mandal (old name) all are same identical person.
--

Name Change I, Arun Kumar Sadhu @ Arunkumar Sadhu S/O- Madan Mohan Sadhu resident of East End G. T. Road, Parbarhatta, P.O.- Sripally, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'ARUN SADHU' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/08/2024. That Arun Kumar Sadhu, Arunkumar Sadhu and Arun Sadhu all are same and one identical person.

Name Change I, Susanta Dutta S/o. Niranjan Dutta R/O. 43, Khudiram Sarani, P.O.- Konnagar, P.S.- Uttar Para, Dist.- Hooghly, Pin-712235 shall henceforth be known as Sushanta Dutta. I declare that Sushanta Dutta and Susanta Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2024.
--

Name Change I, Islam Sirazul Mandal, Sirajul Islam & Sirajul Islam Mandal (old name) S/O Mamta-juddin Mandal, Presently residing at Vill-Dattapara, P.O.- Dattapara, P.S-Swarupnagar, Dist-North 24 pgs, Pin-743286, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sirajul Islam Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/08/2024. Sirajul Islam Mandal (new name) and Islam Sirazul Mandal, Sirajul Islam & Sirajul Islam Mandal (old name) all are same identical person.
--

Name Change I DOLA MAHANTA, W/O MUDASSAR NASIM, R/O 25, R.K BANERJEE SARANI, M G COLONY, BHADRESWAR , CHANDANNAGAR-721139, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DOLA MAHANTA BAINSAIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST J.M ALIPORE ON 23/08/2024,THAT DOLA MAHANTA BAINSAIN AND DOLA MAHANTA BAINSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON-AFFIDAVIT NO 3263

Name Change I, Suparna Mazumdar W/o. Tarun Mazumdar R/o. A/90, Bapuji Nagar, P.O.- Regent Estate, P.S.- Jadavpur, Kolkata-700092 shall henceforth be known as Shikha Majumder. I declare that Shikha Majumder and Suparna Mazumdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2024.
--

Name Change I, Toraf Siddique (old name) S/O Abu Kalam Siddique, Presently residing at Vill- Haroa, P.O-Haroa, P.S-Haroa, Dist-North 24 pgs, Pin-743425, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abu Toraf Siddique (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/08/2024. Abu Toraf Siddique (old name) and Toraf Siddique (old name) both are same identical person.

Name Change I, Ardhendu Mandal S/O- Chittaranjan Mandal resident of Vill- Debpur, P.O.- Radhakantapur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'ARDHENDU MONDAL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/08/2024. That and Ardhendu Mandal and Ardhendu Mandal both are same and one identical person.

Name Change I, Abdul Kalam S/O. Sk. Abdul Ghani R/O. 70D/H/03, Tiljala Road, P.O.- Gobinda Khatik Road, P.S.- Beniapukur, Kolkata-700046 shall henceforth be known as Sk Abdul Kalam. I declare that Sk Abdul Kalam and Abdul Kalam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2024.

Name Change I, Namita Jaisaial (old name) W/O Anup Kumar Jaiswal, Presently residing at 208/2H Ground Floor, Bidhan Sarani, Beadon Street, Kolkata-700006, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Namita Jaiswal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/08/2024. Namita Jaiswal (old name) and Namita Jaisaial (old name) both are same identical person.
--

Name Change I, (Old Name) SABIRAL BIBI W/o- CHANDU SK, Residing at, Vill- Gobindapur, Post- Purandarpur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742171, West Bengal. Do hereby declare that I have changed my name from SABIRAL BIBI TO SAMIRUN BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAMIRUN BIBI In all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SAMIRUN BIBI and SABIRAL BIBI both are Same and one identical person.

Name Change I , Dulal Das S/O- Gour Hari Das resident of Khaja Anowar Berh, 24 Prahar Tala, P.O.- Sripally, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'DULAL CHAN- DRA DAS' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/08/2024. That Dulal Das and Dulal Chandra Das both are same and one identical person.

Name Change I SK SALIM, S/O SK FARHAD HOSSAIN, R/O BAHARGRAM, PANSKURA, EAST MEDINIPUR, PIN-721152, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SELIM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT SK SALIM AND SK SELIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change I, (Old Name) MANTRUL ISLAM S/O- HAFI-JUR RAHAMAN, Residing at, Vill- Bhabanipur, Post- Purandarpur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Do hereby declare that I have changed my name from MANTRUL ISLAM TO MANIRUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANIRUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MANIRUL ISLAM and MANTRUL ISLAM both are Same and one identical person.
--

Name Change I SUSANGITA SAHA, W/O ARJIT SAHA, R/O 28, HARISABHA STREET, KHADDIPPORE, WATUNGEE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSANGITA KARMAKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024, THAT SUSANGITA SAHA AND SUSANGITA KARMAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change I MD HASIM, S/O MOHAMMAD HALIM, R/O PARSUMPUR, PACHDHAI, MUZAFARPUR, BIHAR-843119 PRESENTLY RESIDING AT 5, MARQUIS LANE, PO PARK STREET, KOLKATA-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HASAN JAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 29/08/2024, THAT MD HASIM AND MD HASAN JAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change I, (Old Name) AYESHA SIDDIKA KHATUN W/O- MD AUJUDIN MONDAL, Residing at, Vill- Titikpara Dakshinapara, Post- Nagrajole, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hereby declare that I have changed my name from AYESHA SIDDIKA KHATUN TO AYESHA SIDDIKA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AYESHA SIDDIKA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, AYESHA SIDDIKA BIBI and AYESHA SIDDIKA KHATUN both are Same and one identical person.
--

Name Change I BROJU NATH PAL, S/O JIBAN KRISHNA PAL, R/O 35, NEPAL SAHA LANE, RAMKRISHNAPUR, PS SHIBPUR, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BROJU NATH PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024, THAT BROJU NATH PAL AND BROJU NATH PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
--

Name Change I SANJIT DAS, S/O LATE NILMANI DAS, R/O 26/1, P N MITRA LANE, PO PASCHIM PUTIARY, KOLKATA -700041, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIB DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT SANJIT DAS AND SANJIB DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
--

Name Change I, (Old Name) ANOWAR SK & ANOWAR SEKH & ANUWAR SK S/O- ISRAIL MANDAL, Residing at, Vill- Raipur, Post- Raipurmipur, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Do hereby declare that I have changed my name from ANOWAR SK & ANOWAR SEKH & ANUWAR SK TO ANUWAR MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANUWAR MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, ANUWAR MONDAL and ANOWAR SK & ANOWAR SEKH & ANUWAR SK both are Same and one identical person.

Name Change I RANJIT GHOSH, S/O LATE SUNIL KUMAR GHOSH, R/O HARIDRADANGA BISHOHARITALA, SURERPUKUR, CHANDANNAGAR, HOOGHLY -712136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJIT KUMAR GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024, THAT RANJIT GHOSH AND RANJIT KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
--

Name Change I KAUSHIK DAS, S/O SANJIB DAS, R/O 26/1, P N MITRA LANE, PO PASCHIM PUTIARY, KOLKATA -700041, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOUHSIK DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT KAUSHIK DAS AND KOUHSIK DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
--

Name Change I, (Old Name) MD SAIRUL HAQUE S/O- LATE MD JOHAR ALI, Residing at, Vill- Kutubganj, Post- Kutubganj, Ps- Pukhuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hereby declare that I have changed my name from MD SAIRUL HAQUE TO SAIRUL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAIRUL HAQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SAIRUL HAQUE and MD SAIRUL HAQUE both are Same and one identical person.
--

Name Change I MAHJABEEN ALAM, W/O JANE ALAM, R/O 106, TOPSIA LAL MASJID, TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHJABIN MAHBOOB, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024, THAT MAHJABEEN ALAM AND MAHJABIN MAHBOOB, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change I MADHURI DEBI KESHERI, S/O VIJAY KUMAR KESHERI, R/O 131/2A, SONAMUKHI ROAD, PALPARA, AGRAGAMI CLUB, SARSUNA, KOLKATA -700061, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHURI DEVI KESHERI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2024, THAT MADHURI DEBI KESHERI AND MADHURI DEVI KESHERI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
--

Name Change I, Amrita Ghosh W/O- Ardhendu Mondal resident of Vill- Debpur, P.O.- Radhakantapur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'AMRITA MONDAL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/08/2024. That Amrita Ghosh and Amrita Mondal both are same and one identical person.

দুটো হাত নেই,
প্যারালিম্পিকে
তাতেই বিশ্বরেকর্ড
ভেঙে ইতিহাসের
পাতায় শীতল

প্যারিস, ২৯ আগস্টঃ বয়স তাঁর মাত্র ১৭। নেই দুটো হাত। রয়েছে এগিয়ে চলার অদম্য ইচ্ছে। এই ইচ্ছেশক্তি, মনের জোরেই বিশ্বজয় করার লক্ষ্যে নেমে পড়েছেন শীতল দেবী। প্যারিস প্যারালিম্পিকের শুভারম্ভ হয়েছে। প্রথম দিন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন শীতল দেবী। জম্মু-কাশ্মীরের লোই ধর গ্রামের মেয়ে প্যারিস প্যারালিম্পিকে ফুল ফোটাস্থেনা। প্যারিসের স্টুটিং রেরঞ্জ মেয়েদের কমপাউন্ড ওপেন র‍্যাঙ্কিং পর্বে ৭০৬ পয়েন্ট করে বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন শীতল দেবী। বিশ্বরেকর্ড ভেঙেও বিশ্বরেকর্ড গড়া হল না শীতল দেবীর। কারণ, এক পয়েন্টের জন্য তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছেন তুর্কির তিরন্দাজ। ১৭ বছর বয়সী শীতল দেবী প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ভারতীয় প্যারা আর্থলিট। যে ভাবে প্যারিসে শুরুটা করলেন শীতল, তাতে তাঁর হাত ধরে ভারতের পদকের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল বলেই মনে করছেন দেশবাসী। প্যারা গেমসের র‍্যাঙ্কিং রাউন্ড শীর্ষে থেকে শেষ করতে



পারভেন শীতল দেবী। অনেকটা সময় তিনি এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু শেষ বেলায় তুর্কির প্যারা তিরন্দাজ ছাপিয়ে যান শীতলকে। তুর্কির প্যারা তিরন্দাজ ওজনুর ও শীতল দেবীর একেবারে কাঁটায় কাঁটায় টক্কর হয়। ৫৯টি ১০এস মারেন শীতল। আর ২৪টি এক্সএস। মোট ৭০৬ পয়েন্ট অর্জন করে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন শীতল। গেমস রেকর্ড ও বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন। অল্পের জন্য শীতল দেবীর বিশ্বরেকর্ড হয়নি। কারণ ৫৬টি ১০এস ও ২৯টি এক্সএস মেরে ৭০৪ পয়েন্ট অর্জন করেন তুর্কির তিরন্দাজ। বিশ্বরেকর্ড ও গেমস রেকর্ড এখন তাঁর দখলে। ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিট শীতল দেবী একমাত্র আন্তর্জাতিক হাতিয়া তিরন্দাজ, যিনি দুটো হাত না থাকার পরও আঁচারির ইভেন্টে অংশ নেন। শীতল দেবীর পাশাপাশি প্যারিস গেমসে মেয়েদের কমপাউন্ড ওপেন র‍্যাঙ্কিং পর্বে নেমেছিলেন সরিতা। তিনি ৬৮২ পয়েন্ট অর্জন করে ৯ নম্বরে শেষ করেন।

পিয়ানোর সুরে প্রেমের শহর
প্যারিসে শুরু প্যারালিম্পিক

প্যারিস, ২৯ আগস্টঃ সরকারি ভাবে শুরু হয়ে গেল প্যারিস প্যারালিম্পিক। এই প্রথম মূল স্টেডিয়ামের বাইরে অলিম্পিকের

প্যারেড। ধীরে ধীরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফরাসি অ্যাথলিটে অনুযায়ী প্রবেশ ভিন্ন দেশের প্যারালিম্পিয়ানদের। ওপেনিং

থেকে প্রতিবারই অ্যাথলিটদের পাঠিয়েছে আর্জেটিনা। প্যারিস প্যারালিম্পিকে রয়েছে ভারতের প্রতিনিধি দেশ তুর্কানও। রয়েছে



বাইরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধন হল না কনকর্ডে-তে। ফরাসি কিংবদন্তি প্যারা সাঁতার খিও কুরিনের ওয়েলকাম টু প্যারিস ধ্বনি, পিয়ানোর সুরে উদ্বোধন হল প্যারালিম্পিকের। ফরাসি শিল্পীদের পারফরম্যান্স, অ্যারোবোটিক্স শো। প্যারিসের আকাশ রঙিন হল। এরপর প্যারিসে অ্যাথলিটদের

সেরিমনিকে উপস্থিত ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থার প্রধান থমাস বাখ। বাংলাদেশ এর আগের সংস্করণে একজন মাত্র অ্যাথলিট পাঠিয়েছিল। এ বার একাধিক। জার্মানি পাঠিয়েছে ১৪৬ সদস্যের টিম। আর্জেটিনাও বড় টিম পাঠিয়েছে। প্যারালিম্পিকের শুরু

ব্রাজিলের অ্যাথলিটরাও। টেকিও অলিম্পিকে ভালো পারফর্ম করেছিলেন তাঁদের সাঁতারু। ফুটবল ৫ প্যারালিম্পিকে যুক্ত হওয়ার পর সবকটি সোনার পদকই জিতেছে ব্রাজিল। এর মধ্যে একবার আর্জেটিনাকে হারিয়ে। অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নজর ছিল ভারতের দিকে। টেকিও

গেমসে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল ভারত। ইতিহাস লিখেছিলেন শুটার অবনী লেখারা। প্রথম ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে প্যারালিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন অবনী। টেকিওতে ৫টি সোনা, ৮টি রূপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ ছিল ভারতের কুলিতে। প্যারিসে নিজের সবচেয়ে বড় টিম পাঠিয়েছে ভারত। সব মিলিয়ে ৮৪ অ্যাথলিট। গত সংস্করণে সংখ্যাটি ছিল ৫৪। স্বাভাবিক ভাবেই এ বার পদক সংখ্যার প্রত্যাশাও বেশি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাস্কের এর পর প্রবেশ ভারতীয় অ্যাথলিটদের। ভারতের হয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকা বহিলেন সুমিত আন্তিল ও ভাগ্যশ্রী যাদব। শাভি এবং পাঞ্জাবিতেই প্রবেশ ভারতীয় টিমের। সুমিত আন্তিল জ্যাভলিন শ্রোয়ার। টেকিও গেমসে সোনা জিতেছিলেন। এ বারও তাঁর থেকে এমনই প্রত্যাশা। আর এক পতাকা বাহক ভাগ্যশ্রী যাদব শট পাটে অংশ নেন। ২০২২ প্যারা এশিয়ান গেমসে শট পাট ৫৬৩৪-কাউন্টারেতে রুপো এনেছিলেন। দ্বিতীয় বার অলিম্পিকে অংশ নিতে চলেছেন ভাগ্যশ্রী। টেকিওতে ফাইনালে উঠলেও পদক আসেনি। প্যারিসে সেই প্রত্যাশাতেই নামছেন ভাগ্যশ্রী।

রোহিত শর্মার জন্য তোলা রয়েছে ৫০ কোটি!

সবটা পরিষ্কার করলেন
এলএসজি’র কর্ণধার

লখনউ, ২৯ আগস্টঃ আইপিএল নিয়ে হটাৎ করেই জোর আলোচনা চলছে। আসলে এ বছর রয়েছে মেগা নিলাম। ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি কোমর বেঁধে দল সাজানোর জন্য নিলামে ঝাঁপাবো। যে কারণে মাঝে মাঝেই ভারতীয় ক্রিকেট মহলে আগামী আইপিএলের মেগা নিলাম নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগেই আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরা বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল। আর সম্প্রতি লোকেশ রাহুলের সঙ্গে এক মিটিং করেছেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। রাহুল কি পঁচিশের আইপিএলে লখনউতে থাকবেন? তা নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা তা পরিষ্কার না জানালো ও রাহুলের প্রশংসা করেছেন। এরই মাঝে শোনা গিয়েছে, লখনউ নাকি রোহিত শর্মাকে দলে নেওয়ার জন্য ৫০



কোটি আলাদা করে তুলে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে কী বললেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা? মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কি রোহিত শর্মাকে রিটেন করবে না, যে তিনি নিলামে উঠবেন? এই সহজ প্রশ্ন করেছেন এলএসজি কর্ণধার। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, “কেউ কি জানেন রোহিত শর্মা কি নিলামে উঠবেন? এই ধরনের গুজবের কোনও ভিত্তি নেই। পুরোটাঁই নির্ভর করছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রোহিত শর্মাকে রিলিজ করছে কিনা, তার উপর। যদি কোনও একজন স্প্রোয়ারের উপর পার্সের ৫০ শতাংশ খরচ করা হয়, তা হলে বাকি স্প্রোয়ারদের কিনব কী করে?” লখনউয়ের মালিকের এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, রোহিতকে নিয়ে এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা এলএসজি শিবির করেনি। রোহিত কি লখনউয়ের উইশলিটে রয়েছেন? সঞ্জীব গোয়েঙ্কার এর উত্তরে বলেন, “সকলের নিজের পছন্দের তালিকা থাকে। পছন্দের ক্যাটগোরিতে সকলে টিকে নিতে চায়। তবে চাইলেই তো আর হয় না। কী আছে, তা দিয়ে কতটা কী করা সম্ভব সেটাই জরুরি। এটাই আসল কথা। আমরা পছন্দের তালিকা থেকে যে কোনও ক্রিকেটার থাকতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁকে আমি অবশ্যই দলে নিতে পারব। প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্যই এটা প্রযোজ্য।”

হার্টে অস্ত্রোপচার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের

ফিট হয়ে ১ মাস পর ২২
গজে ফিরলেন যশ খুল



নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক তিনি। তবে চলতি বছরটা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে কাটছে ২২ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের। এবছরের শুরুর দিকে তাঁর হার্টে একটা ফুটো পাওয়া যায়। বিষয়টি নজরে আসে এনসিএ (ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি)-তে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার সময়। তবে অস্ত্রচ্যারের মাধ্যমে নিজের শারীরিক দুর্বলতাকে প্রস্জিত করে এনসিএ থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে নিজেকে ক্রিকেট জগতে আবার প্রমান করতে মুখিয়ে রয়েছেন দিল্লির এই প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটার। ২০২২ সালে দেশকে পঞ্চমবারের জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করেন তিনি। তারপরেই উত্থান শুরু দিল্লির এই ক্রিকেটারের। এবপার গতবছর আইপিএল নিলামে তাঁকে দলে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লি টিমের হয়ে অনুশীলন চলাকালীন তাঁর ব্যাটিং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন তকালীন দিল্লি ক্যাপিটালস মেন্টর রিকি পন্ডিং। এরপর তাঁকে শেষ ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় রঞ্জি ট্রফিতে। বর্তমানে তিনি দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে সেন্ট্রাল দিল্লি কিরিসে সুযোগ পেয়েছেন, যদিও এখনও অভিজ্ঞ কন্টেনি তাঁর। তবে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকার সময় শারীরিক পরীক্ষা হলে হারা পরে তাঁর হার্টে একটা ফুটোরয়েছে যার কারণে তিনি বেশ কিছু মাস যাবত নিজেকে সচিকভাবে মেলে ধরতে পারছিলেন না। এনসিএর চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন তাঁর হার্টে অস্ত্রোপচার করানো। ডাক্তারি পরামর্শ মেনে দিল্লিতে থুলের হার্টে অস্ত্রোপচার হয়। পুরো ম্যচায় বিসিসিআই পাশে ছিল যশ থুলের। যশ থুলের কোচ প্রদীপ কোচার বলেন, “এনসিএ-র চেকআপের সময়, টিম দেখতে পায় ওর হার্টে একটা ফুটো রয়েছে। ওরা পরামর্শ দেয় অস্ত্রোপচারের। এখন ও সুস্থ আছে এবং পুরোপুরি ফিট হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।” তবে অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত বিষয়ে এক সূত্র মারফত থুলের বাবাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ওর হার্টে ফুটোটা জন্ম থেকে রয়েছে। বিষয়টি ডাক্তারের পরামর্শ মেনেই অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর এনসিএর পক্ষ থেকে যশ থুলকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তবে তিনি দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে খেললেন কি না পুরোটাঁই নির্ভর করছে তাঁর ফিটনেসের উপর। যদিও থুলের কোচ প্রদীপ কোচারের মতে থুলের পেশাদার ক্রিকেটে ফেরাটা কঠিন নয়। তিনি খুব আত্মবিশ্বাসী তার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ছাত্রকে নিয়ে। তবে বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে দিল্লির এই প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটার রঞ্জির মতো ৫ দিনের ম্যাচ খেলতে উঠিবি।

১০০০ গোল করতে চান রোনাল্ডো

লিসবন, ২৯ আগস্টঃ প্রস্রটি মারোমখোই ওর্টো। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো থাকবেন কোথায়? সচিক উত্তর শুধু রোনাল্ডোই জানেন। তবে একটি ধারণা বেধ হয় পাওয়া গেল, আর সেটি দিলেন রোনাল্ডো নিজেই। ৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ কিংবদন্তির সামনে বড় একটি মাইলফলক আছে। সেটি ছুয়ে ফেলতে পারলে হয়তো নিজের থামার জায়গাটা দেখতে পাবেন রোনাল্ডো কিবা কোথায়, কখন থামতে হবে, তা নিয়ে ভাবা শুরু করবেন। মাইলফলকটি কিসের, তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আন্দাজ করে ফেলেছেন। ১০০০ গোল! পর্তুগালের সংবাদমাধ্যম ‘চ্যানেল নাউ’কে রোনাল্ডো কিছুদিন আগে বলেছেন, জাতীয় দল ছাড়ার সময় হলে কাউকে কিছু না বলেই জায়গাটা ছেড়ে দেবেন। ক্লাব ফুটবল থেকে কবে সরে দাঁড়বেন, সে বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি রোনাল্ডো। তবে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের ক্যারিয়ারে তাকিয়ে একটি ব্যাপার তো আন্দাজ করে নেওয়াই যায়। জাতীয় দল ও ক্লাব ফুটবলে প্রায় সবকিছু জিতে নেওয়া রোনাল্ডোর সামনে এখন ওই একটাই লক্ষ্য- ১০০০ গোলের মাইলফলক। ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে নিজের প্রাক্তন সতীর্থ ও বন্ধু রিও ফার্ডিনান্ডকে এ কথাই বলেছেন আল নাসরের এই তারকা, “আমি ১০০০ গোল করতে চাই।” রোনাল্ডো মুখ ফুটে এ কথা না বললেও হতা। ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছেন অনেকেরই। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে রোনাল্ডোর ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা ৮৯৯। চাই আরও ১০১ গোল। এটাই রোনাল্ডোর কাছে আপাতত সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য আল নাসর ফরোয়ার্ডের একটি সামগ্র্যকার নিয়েছেন ফার্ডিনান্ড। সেখানে রোনাল্ডো ধারণা করেছেন, ৪১ বছর বয়সের মধ্যে ১০০০ গোলের মাইলফলকের দেখা পেতে পারেন, “আমি ১০০০ গোল করতে চাই।



চোটো না পড়লে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটা চাই। ফুটবলে তাড়া করার জন্য এটাই আমার কাছে সেরা মাইলফলক। প্রথমে ৯০০ গোল, তারপর আমার চ্যালেঞ্জ হলো ১০০০ গোল করা।” ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে খোলামনে কথা বলেছেন রোনাল্ডো। ফুটবলে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় পেলে, আলফ্রেড ডি স্টেকানোদের মতো যেসব কিংবদন্তির নাম

উঠে আসে, তাঁদের সঙ্গে নিজের গোলসংখ্যার পার্থক্য নিয়েও কথা বলেছেন রোনাল্ডো। পেলে-ডি স্টেকানোদের সময়ে ক্যামেরার বিস্তৃত ব্যবহার ছিল না, এ ব্যাপারে পার্থক্য টেনে রোনাল্ডো বলেছেন, “আমি যত গোল করেছি সেগুলোর ভিডিও আছে। আমি

জন্য মানিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল এবং আমি সতিই সেখানে থাকতে ভালোবাসি। আমার মনে হয় লিগ খুব খুব ভালো।” ২০২৪ ইউরোর শেষ র‌‌‌য়েলোয় স্লোভেনিয়ার টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল পর্তুগাল। সে ম্যাচে টাইব্রেকারে লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে কায়ার ভেঙে পড়েছিলেন রোনাল্ডো। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে রোনাল্ডো বলেছেন, তিনি যেহেতু ‘বিশ্বের সবচেয়ে অনুসারিত মানুষ’ তাই লোকে এর সমালোচনা করেছে। কিন্তু রোনাল্ডোর কাছে ওই অশ্রুর ব্যাখ্যা অন্যরকম। সেই ১১ বছর বয়স থেকে নিজের ওপর প্রত্যাশার যে চাপ তিনি তৈরি করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই কেঁদেছিলেন বলে জানিয়েছেন রোনাল্ডো, “নিজের কাজের প্রতি প্যাশন থাকলে কেমন অনুভব করছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম কারণ, সেই ১১ বছর বয়স থেকে নিজের ওপর চাপ তৈরি করে আসছি। ‘ক্রিস্টিয়ানো তুমি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়’-আমি সব সময় এভাবেই ভাবি। কিন্তু পেনাল্টি মিস করার পর নিজের, পরিবার ও সমর্থকদের কথা ভেবে খারাপ লাগছিল। অন্য কিছুই জন্য নয়।” রোনাল্ডো জানান, সময় আর বেশি নেই। দ্রুতই হয়তো অবসর নিতে হবে। তবে সেই চূড়ান্ত সময়টি কবে, তা এখনো জানেন না রোনাল্ডো, “জানি না কবে শেষ করব। যত খোলা যায়, ততই শেখার সুযোগ। তবে একটি ব্যাপার শিখেছি, মুহূর্ত উপভোগ করতে হয়। কারণ, আগামীকাল কী হবে, তা আমরা জানি না। যেদিন মনে হবে আমি কিছুই করতে পারছি না, সেদিন ব্যাগ গুছিয়ে চলে যাব। কিন্তু সেই সময় থেকে এখনো দূরে আছে।”

বিশালেরও চোট!
খেলবেন ফাইনাল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ পরপর দ্বিতীয়বার ডুরান্ট ফাইনালে উঠেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস। গত মঙ্গলবার ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু এফসিকে টাই বেকারে ৮-৩ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালের রাস্তা সুগম করে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সুনীল ছেরী ব্রিগেডের সামনে মঙ্গলবারের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের শুরুতে ০-২ পিছিয়ে থেকেও হার না মেনে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যায় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস, আর এর মাঝেই ম্যাচের প্রথমার্ধ্য হার্টুতে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুকে। তবে চোটের কবলে পড়েছেন বাগান অধিনায়কের পাশাপাশি সেমিফাইনাল ম্যাচের নায়ক বিশাল কইয়া। সূত্রের খবর, সবুজ মেরুন তেকাটির রক্ষক টাইব্রেকারের পর ডান হাতের অনামিকায় হালকা আঘাত পান। তবে সেই সামান্য আঘাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেই জানিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। অর্থাৎ আগত শনিবারের ফাইনাল ম্যাচে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ হিসেবেই পাওয়া যাবে বলে আশ্বস্ত করছে ডিফেন্ডিস চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস এটিকে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতলেও শুভাশিস ফিরতে পারেননি ম্যাচের ভিতর, ডাগ আউটে বসে বাকি ম্যাচে



হার্টুতে বরফ লাগাতে দেখা যায় তাকে। মোহনবাগান ফাইনালে উঠলেও অধিনায়ক শুভাশিসের সাথে ফরওয়ার্ড জেমি ম্যাকলরনের চোট চিন্তায় ফেলছে বাগান সমর্থকদের। যদিও মঙ্গলবার ম্যাচ শেষে মোহনবাগান অধিনায়ক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে চোটের অবস্থা কতটা সংকটজনক তা এখনি বলতে পারবো না। ডাক্তাররা দেখছেন, কাল পরশুর মধ্যে জানাতে পারবো। তবে এই বিষয় নিয়ে খুব একটা ভাবছেন না সবুজ মেরুন ব্রিগেড অধিনায়ক। সমর্থকদের আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান মোহনবাগান ট্রফি জেতার জন্যই নামে, আর এভাবেই সমর্থক দের আশা পূরণ করে যেতে হবে আমাদের। আমরা মনেপ্রাণে সেটাই চেষ্টা করব। তবে সূত্রের খবর বলছে ফাইনালের আগেই সুস্থ হয়ে উঠবেন সবুজ মেরুন অধিনায়ক। শুভাশিসের

চোট সম্পর্কে সন্ম্যক ধারণা পাওয়া গেলেও পুরোপুরিভাবে অনিশ্চিত অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলরনে। তবে জেমি ম্যাকলরনে কে ছাড়াও যেভাবে ফর্মে রয়েছে তাতে ফাইনাল জেতায় পুরোপুরি ভাবে আত্মবিশ্বাসী সবুজ মেরুন শিবির। এছাড়াও ফাইনাল ম্যাচ হবে কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়াম এ, যার জন্য একধাপ এগিয়ে শুরু করবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস।

রেকর্ড মূল্যে
হায়দরাবাদে
শ্রীলঙ্কান

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৪-এর জন্য খেলোয়াড় নিলাম প্রক্রিয়া চলছে। এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে দল পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ইসুরু উদানা। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিলামে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি উদানাকে নিশ্চিত করেছে। ৬২ লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে। নিলামে সর্বকালের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড় তিনি। উদানা ছাড়াও হায়দরাবাদ তাদের দলে নিয়েছে চ্যাডউইক ওয়ালটনকে ৬০ লাখ টাকার বিনিময়ে। একই সঙ্গে নির্ডিজল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান রস টেলর পেয়েছেন ৫০ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। টেলরকে এবার ওড়িশা দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে। ড্যানিয়েল ক্রিশিয়ানাকে ৫৬.৯৫ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে মহিপালা। এবার কাশ্মীরে চলছে লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটের তৃতীয় আসর। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া খেলোয়াড়দের। এর মধ্যে রয়েছেন শিখর ধাতওয়ান ও দীনেশ কার্তিকের মতো ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। এবারের আসরে ৬টি দল খেলবে ২৫টি ম্যাচ। ১৬ মধ্য ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ৪০ বছর পর কাশ্মীরে ফিরছে ক্রিকেট। লিগের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে জম্মুর সুরাটের যোধপুরে।

যেমন ড্রিবল তেমন শট,
ভারতে চলে এলেন রয়
কৃষ্ণার প্রাক্তন সতীর্থ

হায়দরাবাদ, ২৯ আগস্টঃ শ্রীনিদি ডেকান এফসি রলি বোনোভাসিয়া নামের এক ফুটবলারকে সেই করিয়েছে। রলি তাঁর ফুটবল যাত্রা শুরু করেছিলেন আয়াক্স একাডেমি থেকে। পেশাদার ফুটবল কেরিয়ার তিনি একজন ডিফেন্ডিভ মিডফিল্ডার। কিন্তু কেরিয়ারের একেবারে গোড়ার দিকে ছিলেন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার। ২০০৮ সালের জুলাইয়ে তিনি আয়াক্সের সঙ্গে তাঁর প্রথম পেশাদার চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। ২০১০-১১ মরশুমের শুরুতে তাকে আয়াক্সের সিনিয়র দলে তুলে আনা হয়েছিল। বিভিন্ন যুব পর্যায়ের দোদারল্যান্ডসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ২০০৮ উয়েফা ইউরোপীয় অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ডাচ দলের অংশ ছিলেন এবং ২০১০ উয়েফা ইউরোপীয় অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইপর্বে



নোদারল্যান্ডস অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেছিলেন। ২০১৫ সালে বোনোভাসিয়া কুরাকায়ের হয়ে তার আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারতের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয়লাভের ম্যাচে গোল করেছিলেন। রলি বোনোভাসিয়া তাঁর ক্লাব কেরিয়ারে খেলেছিলেন ওয়েলিংটন ফিনিক্সের হয়ে। প্রায় ৮০টি ম্যাচ খেলেছেন এই ক্লাবের হয়ে। ওয়েলিংটন ফিনিক্সে ছিলেন ২০১৪-২০১৭ মরসুম পর্যন্ত। রায় কৃষ্ণাও ছিলেন এই ক্লাবে। কৃষ্ণা ওয়েলিংটন ফিনিক্সের হয়ে খেলেছিলেন ২০১৪-১০ মরশুম পর্যন্ত। “রোলির বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং পেশাদার পটভূমি আমাদের দলের জন্য অমূল্য সম্পদ। তাঁর জ্ঞান এবং দক্ষতা আমাদের তরুণ ভারতীয় ফুটবলারদের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে উপকারী হবে,” শ্রীনিদি ডেকান এফসির প্রধান কোচ, ডেমিস্টো ওরামাস এই ওই সম্পর্কে বলেছেন। রোলি বোনোভাসিয়া দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, “শ্রীনিদি ডেকান এফসিতে যোগ দিতে পেরে আমি খুব উচ্ছসিত। আগামী দিনে ভাল কিছু করে দেখানোর ব্যাপারে আশাবাদী।”

বুকিং
চলছে

গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া
9875658238 / 8820071827 / 8334826975